CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

CMYK

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-261 ■ 22 June, 2026 ■ আগরতলা ২২ জুন, ২০২৬ ইং ■ ৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে

যোগ সকলকে একসূত্রে বেঁধে দেয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ জুন (আইএএনএস)।। ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর প্রতি যোগকে দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যোগ সুস্থ জীবনযাপন, সুস্থ মন এবং দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রবিবার সকালে কলকাতার কেন্দ্রস্থল রেড রোডে আয়োজিত এক বৃহৎ যোগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক যোগপ্রেমীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যোগ সকলকে একসূত্রে বেঁধে দেয়। তাই ২১ জুন আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম উৎসবে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, আজ কলকাতার মানুষ যেভাবে এই বৈশ্বিক উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন, তা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মনে রাখবেন, যোগ এমন একটি অনুশীলন যা বার্ধক্যের প্রভাবকে কর্মক্ষমতার উপর পড়তে দেয় না। যদি আপনি যোগকে নিজের এবং পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলেন, তাহলে পঞ্চাশ বছর বয়সেও নিজেকে ত্রিশের মতো এবং সত্তর বছর বয়সেও চল্লিশের মতো অনুভব করবেন।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাংলার সঙ্গে যোগের গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন। বিশেষ করে কীভাবে স্বামী বিবেকানন্দ যোগকে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তিনি।

মোদি বলেন, ১৮৯৩ সালে স্বামীজি বলেছিলেন, যোগই মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি যোগকে আনন্দ ও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। মন ও শরীরের বিকাশে যোগের গুরুত্বও তিনি তুলে ধরেছিলেন। যোগ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতিরই অংশ।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুস্থতার জন্য যোগকে সীমাবদ্ধ করে দেখা উচিত নয়। একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষেত্রেও যোগের বড় ভূমিকা রয়েছে। তাই যোগকে শুধু একটি বিশেষ দিন বা অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। এটিকে প্রতিদিনের জীবনের অংশ করে তুলুন, বলেন তিনি।

যোগের সঙ্গে সংযমী জীবনযাপনের গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভগবদ্গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সংযমী আহার, কর্ম এবং নিদ্রার সঙ্গে যোগকে যুক্ত করতে হবে। তবেই জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন মুহূর্ত সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, শারীরিক সুস্থতা থেকে মানসিক শান্তি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ সমৃদ্ধি এনে দেয়। কলকাতায় এ বছরের উদ্যাপনে অংশ নিতে পেরে আমি আনন্দিত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি বলেন, যোগের শিকড় বাংলায় থাকলেও অতীতে সচেতনভাবে একে মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিট পরীক্ষার আগে আত্মঘাতী পরীক্ষার্থী

কড়া নিরাপত্তায় রাজ্যে নিট-ইউজি পরীক্ষা সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রবিবার রাজ্যের ১০টি পরীক্ষাকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হলো নিট (ইউজি) ২০২৬-এর পুনঃপরীক্ষা। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৯টি এবং ধলাই জেলায় ১টি কেন্দ্র রয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ড. বিশাল কুমার পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের পর জানান, কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বা অভিযোগ ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, "আজ নিট (ইউজি) পুনঃ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। পরীক্ষার্থীরা দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের মধ্যেই কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে। বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত উদ্বেগ কাটবে না ঃ পরীক্ষার্থীরা

হায়দ্রাবাদ, ২১ জুন (আইএএনএস)।। নিট (ইউজি) পুনঃপরীক্ষার মাত্র একদিন আগে হায়দ্রাবাদে এক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম শেখ সানা (১৯)। তিনি চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মিয়াপুর থানার অন্তর্গত নিজ বাসভবনে শুক্রবার সানা আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

সানা তাঁর দুই ছোট বোনের সঙ্গে একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন এবং নিট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর বাবা শেখ জাফর হুসেন কুয়েতে কর্মরত। প্রায় ১০ দিন আগে তাঁর মা অন্ধ্রপ্রদেশের প্রোদ্দাতুরে গিয়েছিলেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তাদের মতে, পড়াশোনার চাপ, পরিবারের প্রত্যাশা এবং পূর্ববর্তী ব্যর্থতা নিয়ে মানসিক উদ্বেগ তাঁকে এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করে থাকতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করার আগে সানা ইংরেজিতে একটি নোট লিখে গিয়েছিলেন, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করা যাবে না।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গত বছরও সানা নিট পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। এরপর তিনি দীর্ঘমেয়াদি কোচিং নেন এবং গত মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় আবার অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষাটি বাতিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুস্থ জীবন যাপনের জন্য নিয়মিত যোগা চর্চার প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য নিয়মিত যোগা চর্চার প্রয়োজন অপরিসীম। যোগা চর্চার মাধ্যমে শরীরে অনেক উপকার হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও মানুষ যোগার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। যোগার মাধ্যমে অবসাদ দূর এবং কাজ করার অনুপ্রেরণা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আজ হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী মিলনায়তনে রাজ্যভিত্তিক ১২তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ন্যাশনাল আয়ুষ মিশনের যৌথ উদ্যোগে আজ রাজ্যে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমাদের সরকার আসার পর গত কয়েক বছর ধরে আমরা এই জায়গায় যোগা দিবস পালন করছি। আমরা সবাই জানি ২০১৫ সাল থেকে সারা বিশ্বে ২১ জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিম বাংলার কলকাতায় যোগা দিবস পালন করছেন। যোগা মানে যোগ। এর মাধ্যমে নিজেকে জানা, নিজেকে চেনা যায়। বহু যুগ ধরেই আমাদের ভারতবর্ষে যোগা চর্চা হয়ে আসছে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের মুনি ঋষিরা এই যোগা চর্চা করে আসছেন। যোগা সম্পর্কে আজকালকার ছেলেমেয়েদের আরো বোঝা প্রয়োজন। কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব হলেন যোগার আদিগুরু। তিনিই সারা বিশ্বের প্রথম যোগ গুরু।

রঞ্জিতনগরে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। রাজধানীর রঞ্জিতনগর এলাকার কাটাখালের পাশ থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। মৃত যুবকের নাম শুভজিৎ পাল। তাঁর পিতা বিশ্বজিৎ পাল। পরিবারের বাড়ি আগরতলার চান্দিনামুড়া এলাকায়। পেশায় শুভজিৎ একজন টাইলস মিস্ত্রি ছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ শুভজিৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি।

রবিবার সকালে রঞ্জিতনগর এলাকার কাটাখালের পাশে একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহটি শুভজিৎ পালের বলে শনাক্ত করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেন।

এদিকে, মৃতের ভাইয়ের অভিযোগ, শুভজিতের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাঁর দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে। ঘটনার নিরপেক্ষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আট বছর পর বিশালগড় বার অ্যাসো'র নির্বাচন ২৭শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জুন।। দীর্ঘ আট বছর পর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশালগড় বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। আগামী ২৭ জুন নির্ধারিত এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সরগরম হয়ে উঠেছে আদালত চত্বর। এরই মাঝে শাসকদল-সমর্থিত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সম্পাদক পদপ্রার্থী জাকির হোসেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জাকির হোসেন দাবি করেন, ২০১৮ সালের পর থেকে বিশালগড় বার অ্যাসোসিয়েশনে কোনও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তাঁর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনীষার মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা এবং শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী মনীষা দাসের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী একাধিক অভিযোগ তুলে ধরে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কংগ্রেসের অভিযোগ, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে এবং ২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে দুর্নীতি, অপরাধ, নারী নির্যাতন এবং প্রশাসনিক অরাজকতা বেড়েছে। দলের দাবি, রাজ্যের সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এবং বহু ঘটনা থানায় নথিভুক্ত পর্যন্ত হয় না।

কংগ্রেসের অভিযোগ, রাজ্য পুলিশের একাংশ নিরপেক্ষতার পরিবর্তে শাসকদলের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছে। বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি বিরোধী দল অভিযোগ করেছে, অপরাধ দমনে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে না। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুনর্বাসন ছাড়া মন্ত্রীবাড়ি রোডে পুরানো দোকান উচ্ছেদ ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। শহর সৌন্দর্যায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে আগরতলা শহরের মন্ত্রীবাড়ি রোড এলাকায় প্রায় ৫০ থেকে ৬০ বছর পুরনো একাধিক দোকান অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের নির্দেশক্রমে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

রবিবার এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা করে আসা বেশ কয়েকটি দোকান ভেঙে ফেলার কাজ চলছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানান, পুর নিগমের পক্ষ থেকে দোকান খালি করার নির্দেশ দেওয়ার পর তারা মুখ্যমন্ত্রী এবং আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ব্যবসায়ীদের দাবি, সেই সময় তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে দোকান অপসারণের আগে বা পরে বিকল্প ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। পুকুরের জলে ডুবে এক ১০ বছরের শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুর নাম রোশনি দেববর্মা। ঘটনাটি ঘটেছে রাধাকিশোরপুর এলাকার একটি পুকুরে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোশনি তার দুই বান্ধবীর সঙ্গে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে স্নান করতে যায়। স্নান করার সময় হঠাৎ করেই সে গভীর জলে তলিয়ে যায়। তার সঙ্গে থাকা দুই বান্ধবী বিষয়টি বুঝতে পেরে চিৎকার করে আশপাশের লোকজনকে খবর দেয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে খুমুলুঙ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে পরিবারের সদস্যরা শেষ চেষ্টা হিসেবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে আগরতলার জিবি হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজেই নিজের বিয়ে রুখে দিল নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ জুন ।। পরিবারের উদ্যোগে জোরপূর্বক বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছিল। কিন্তু সাহস ও সচেতনতার পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের বাল্যবিবাহ নিজেই রুখে দিল ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় এলাকার এক নাবালিকা। ১০৯৮ চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে সাহায্য চেয়ে সে যোগাযোগ করে কৈলাসহরের চাইল্ড লাইনের সঙ্গে।

জানা গেছে, নাবালিকার পরিবার তার বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বিষয়টি বুঝতে পেরে সুযোগমতো ১০৯৮ নম্বরে ফোন করে সাহায্য প্রার্থনা করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘন্টাখানেকের বৃষ্টিতে জলমগ্ন রাজধানী, ভোগান্তি শহরবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। ছুটির দিন রবিবার সন্ধ্যায় মাত্র ঘণ্টাখানেকের প্রবল বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলার বিস্তীর্ণ এলাকা। অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও চৌমুহনীতে হাঁটু সমান জল জমে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েন সাধারণ মানুষ।

ওরিয়েন্ট চৌমুহনী, শকুন্তলা রোড, প্যারাডাইস চৌমুহনী, গণরাজ চৌমুহনীসহ শহরের একাধিক এলাকায় জল জমে যান চলাচল কার্যত ব্যাহত হয়ে পড়ে। নর্দমা উপচে পড়ায় অনেক পথচারী জলাবদ্ধতার মধ্যে আটকে পড়েন। ছুটির দিন হওয়ায় সন্ধ্যায় বাজার ও বিভিন্ন কাজে বের হওয়া সরকারি কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। বহু যানবাহন দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তায় আটকে থাকে। যদিও বৃষ্টি থামার পর পাম্প মেশিন চালু করে জল নিষ্কাশনের কাজ শুরু করা হয়, তবুও জমে থাকা জল সরাতে প্রশাসনকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা বজায় ছিল।

এদিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ২২ জুন, ২০২৬ ইং
৭ আষাঢ়, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বিমান-বিলাস !

তৃণমূল কংগ্রেসের গত চার বছরের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী, দলটির বিমান এবং হেলিকপ্টার ভাড়া বাবদ মোট খরচ হইয়াছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। ভারতের নির্বাচন কমিশনকে জমা দেওয়া হিসাব থেকে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসিয়াছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি সফরে রাজ্য সরকারের বিমান ব্যবহার করিলেও, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় সফর ও প্রচারের জন্যই এই বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়ার সিংহভাগ খরচ
হইয়াছে। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের মোট খরচের এক বিরাট অংশ (প্রায় অর্ধেক) চলিয়া গিয়াছে এই বিমান ভাড়ায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই বিপুল খরচকে সাধারণ মানুষের দুর্দশার সঙ্গে তুলনা করিয়া 'বিমান-বিলাস' বলিয়া তীব্র কটাক্ষ করিতেছেন।তৃণমূলের অডিট রিপোর্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিমান-বিলাসে'র অভিযোগে সিলমোহর দিয়ে দিল। নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করা ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, গত চার বছরে বিমান ও হেলকপ্টার ভাড়া বাবদ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে তৃণমূল।এই খরচের বেশিরভাগটাই অভিষেকের সফরের জন্য। শুধু নির্বাচনি প্রচারের কারণে নয়, কলকাতা-নয়াদিল্লি যাতায়াতেও তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক চার্টার্ড বিমান ব্যবহার করিতেন বলিয়া অভিযোগ। সদ্য দলের যে অডিট রিপোর্ট সামনে আসিয়াছে, তাহাতে ২০২২-এ বিমান ভাড়া করিতে তৃণমূল খরচ করিয়াছিল ৩৫ কোটি টাকার বেশি। ২০২৩-এ সেই খরচ ছিল প্রায় ১৩ কোটি টাকা। কিন্তু ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে সেই ব্যয় লাফাইয় বাড়িয়া হইয়াছিল ৫৬ কোটি টাকারও বেশি। পরের অর্থবর্ষ ২০২৪-'২৫ সালে ওই খরচের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই বছরটিতে লোকসভা নির্বাচন ছিল। তাহার আগের বছর ২০২৩-এ মেঘালয় ও ত্রিপুরার ভোটেও তৃণমূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।নির্বাচনের সময় ছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশি দলের টাকায় ভাড়া করা বিমানে চড়েননি। তখন রাজ্য সরকারের বিমানে তিনি যাতায়াত করিতেন। কিন্তু ভোট থাকুক বা না থাকুক, অভিষেকের যাতায়াত সবসময়ই ভাড়া করা বিমানে ও হেলিকপ্টারে হইত বলিয়া অভিযোগ। অন্য আঞ্চলিক দলগুলি বিমান বা হেলিকপ্টার বাবদ যা খরচ করে, তৃণমূলের ব্যয় তাহার চাইতে অনেক বেশি। যাহা শুধু অভিষেকের জন্যই।সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দলের পরাজয়ের পরেও তিনি চার্টার্ড বিমানে কলকাতা-দিল্লি যাতায়াত করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ নিয়া তৃণমূলে হইচই হয়। লোকসভার অধ্যক্ষের ডাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে শুক্রবারও তিনি চার্টার্ড বিমানে গিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ ওঠে। তাহাতে এমনকি দলের কালীঘাট শিবিরের প্রথম সারির ঘনিষ্ঠদের অন্যতম কুণাল ঘোষ কড়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'দলের টাকায় চার্টার্ড ফ্লাইটে চড়িলে, সেটাকে সমর্থন করি না।'

অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল মোট প্রায় ৮২ কোটি টাকা খরচ করিয়াছিল। ওই খরচের অর্ধেকেরও বেশি ৪৬ কোটি ছিল বিমান ভাড়া বাবদ। যাহা মোট খরচের ৫৬ শতাংশ। ওই একই নির্বাচনে বিজেপি গোটা দেশে বিমান ভাড়ায় ব্যয় করিয়াছিল ১৭৪ কোটি টাকা। একটি রাজ্যের হিসাব ধরিলে বিজেপির খরচকে ছাপাইয়া গিয়াছে তৃণমূলের বিমান ভাড়া।

অভিষেক অবশ্য এই অভিযোগ সম্পর্কে নিজের সাফাই দিয়াছেন। তাঁহার কথায়, 'যাঁহারা এসব বলিতেছেন, তাঁহারা যদি লিখিত দেন, তবে আমি ইকনমি ক্লাসে যাতায়াত করিব।' সাংসদ হিসেবে অবশ্য তিনি যাত্রীবাহী বিমানের বিজনেস ক্লাসে যাতায়াতের ভাড়া পান সরকারের কাছ থেকে। ইতিমধ্যে বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ তৃণমূলের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিয়াছে।২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষ ধরিলে অবশ্য তৃণমূলের নির্বাচনি ব্যয় ছিল প্রায় ১৩৭ কোটি টাকা। যার ২৭ শতাংশ খরচ হইয়ায়েছিল বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া করিতে। বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যাইবে, দলের নির্বাচনি খরচের প্রতি ৪ টাকার ১ টাকা লাগিয়াছে আকাশপথে অভিষেকের চলাচল বাবদ। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরের প্রধান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও চার্টার্ড বিমান ব্যবহারের জন্য কড়া সমালোচনা করিয়াছেন।

সুইডেনকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে শীর্ষে নেদারল্যান্ডস, দলের প্রত্যাবর্তনের প্রশংসায় ভ্যান ডাইক

হিউস্টন, ২১ জুন (আইএএনএস): ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এ সুইডেনকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করার পর দলের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের প্রশংসা করেছেন নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক। জাপানের বিরুদ্ধে হতাশাজনক ড্রয়ের পর এই জয় 'অরাঞ্জে' শিবিরে নতুন আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এটি চলতি বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের প্রথম জয়। একই সঙ্গে এই ফলাফলের সুবাদে দলটি গ্রুপ 'এফ'-এর শীর্ষস্থানও দখল করেছে।

ম্যাচ শেষে ভ্যান ডাইক বলেন, আমার মনে হয় বাইরের বিশ্ব জাপানকে কিছুটা হালকাভাবে নিয়েছিল। তারা অত্যন্ত শক্তিশালী দল। ওই ম্যাচটি কঠিন হওয়ারই কথা ছিল। ড্র করার পর অনেক প্রতিক্রিয়া এসেছিল, কিন্তু জাপান দীর্ঘ সময় অপরাজিত ছিল এবং বেশ কয়েকটি বড় দলকে হারিয়েছে। তাই ম্যাচটি সহজ ছিল না।

তিনি আরও বলেন, শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে ড্র করা অবশ্যই হতাশাজনক ছিল। তবে সেই ম্যাচে অনেক ইতিবাচক দিক ছিল, যেগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমরা এই সপ্তাহে প্রস্তুতি নিয়েছি। আজকের ম্যাচে বিশেষ করে দুই অর্ধের শুরুতে আমরা অসাধারণ ফুটবল খেলেছি। শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জয়, আর আমরা ৫-১ ব্যবধানে জিতেছি। হিউস্টনে অনুষ্ঠিত এই সর্ব-ইউরোপীয় লড়াইয়ে নেদারল্যান্ডস পাঁচতারকা পারফরম্যান্স উপহার দেয়। এবং -র জোড়া গোলের সুবাদে সুইডেনের বিরুদ্ধে বড় জয় তুলে নেয় ডাচরা।

দলের পারফরম্যান্স নিয়ে ভ্যান ডাইক বলেন, ম্যাচের বেশিরভাগ সময় আমরা অসাধারণ খেলেছি। রক্ষণে ছিলাম দৃঢ়, আক্রমণে ছিলাম কার্যকর এবং পাঁচটি দারুণ গোল করেছি। এখন আমাদের লক্ষ্য পরবর্তী ম্যাচ।

সুইডেনের আক্রমণভাগের প্রশংসাও করেন ডাচ অধিনায়ক। বিশেষ করে -এর পারফরম্যান্সের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রথমার্ধে ওয়াটার ব্রেক পর্যন্ত আমরা খুব ভালো অবস্থায় ছিলাম। এরপর তারা কৌশল পরিবর্তন করে এবং ইসাককে আরও স্বাধীনভাবে খেলতে দেয়। তখন কিছুটা সমস্যায় পড়েছিলাম, কারণ সে প্রায়ই মার্কিংয়ের বাইরে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা সেটি সংশোধন করি এবং আবারও নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে সক্ষম হই।

তিনি যোগ করেন, সুইডেনের মতো দলের বিরুদ্ধে শেষ বাঁশি পর্যন্ত মনোযোগ ধরে রাখতে হয়। তারা সুযোগ তৈরি করবেই, কারণ তাদের দলে যথেষ্ট মানসম্পন্ন খেলোয়াড় রয়েছে।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আগামী ২৬ জুন কানসাস সিটিতে তিউনিসিয়ার মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডস। সেই ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে নকআউট পর্বে আরও শক্ত অবস্থানে যেতে চায় ভ্যান ডাইকের দল।

শৈশবের অপমৃত্যু ও আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা

শোভনলাল চক্রবর্তী

এক সময় খেলাধুলা মানেই ছিল উন্মুক্ত মাঠ, কপালে জমে থাকা ঘাম, বন্ধুদের কলরব আর হার-জিতের মধ্য দিয়ে অর্জিত জীবনবোধের শিক্ষা। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সেই ধুলোমাখা মাঠের জায়গা দখল করে নিয়েছে চারকোণা এক কাঁচের স্ক্রিন। আজকের দিনে আঙুলের মৃদু স্পর্শে চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে এক বিশাল ভার্চুয়াল জগৎ, যেখানে রোমাঞ্চ আছে, যুদ্ধ আছে, তথাকথিত "জয়" আর "পুরস্কার"ও আছে-কিন্তু যা নেই তা হলো বাস্তবতা। আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে নিঃসন্দেহে সহজ ও গতিময় করেছে, তবে এর সমান্তরালে তৈরি করেছে এক আকর্ষণীয় ও মরণব্যাধি ফাঁদ, যার নাম অনলাইন গেমিং।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের লোনি এলাকায় দুই কিশোরী বোনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা আমাদের সামনে এক চরম আতঙ্কের এবং অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। মাত্র চৌদ্দ ও বারো বছর বয়সী দুই বোন অনলাইন গেমিং এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ভার্চুয়াল জগতে এতটাই ডুবে গিয়েছিল যে, বাস্তবের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরিবারের পক্ষ থেকে বাধা আসায় এবং ফোনের প্রতি অদম্য আসক্তির ফলে সৃষ্ট মানসিক বিকৃতি তাদের আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়- যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা শিশুদের হাতে নিছক কোনও খেলনা দিচ্ছি না, বরং তুলে দিচ্ছি এক ধ্বংসাত্মক "রিমোট কন্ট্রোল"। অনলাইন গেম এখন আর কেবল সময় কাটানোর মাধ্যম নয়; প্রতিটি গেম এক একটি জটিল "সিমুলেশন" বা বাস্তব জীবনের বিকল্প এক কৃত্রিম জগৎ। বাস্তব জীবনে যে কিশোর বা কিশোরী হয়তো লাজুক, অন্তর্মুখী কিংবা কোনও কারণে হতাশ, ভার্চুয়াল জগত তাকে মুহূর্তেই "নায়ক", "বিজয়ী" বা "ক্ষমতাবান" হওয়ার স্বাদ দেয়। বাস্তব জীবনের অপূর্ণতা, ব্যর্থতা আর একাকীত্বকে ঢেকে দিয়ে এই ডিজিটাল মায়া এমন এক আসক্তি তৈরি করে, যা মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে শিশুদের মধ্যে বাড়ছে অস্থিরতা, অনিদ্রা, স্থূলতা এবং চরম মাত্রার খিটখিটে মেজাজ। তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, হারিয়ে ফেলছে সহমর্মিতা আর ধৈর্য্য। গাজিয়াবাদের এই ঘটনাটি কোনও বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক সংকটের প্রতিফলন।

মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, অনলাইন গেমের আকর্ষণ কেবল গ্রাফিক্স বা গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মূলে রয়েছে মস্তিষ্কের এক জটিল রাসায়নিক খেলা। গেমের প্রতিটি ছোট-বড় জয়, প্রতিটি নতুন লেভেল পার করা কিংবা কোনও ভার্চুয়াল পুরস্কার জেতা আমাদের মস্তিষ্কে "ডোপামিন" নামক এক বিশেষ নিউরোট্রান্সমিটার বা রাসায়নিকের নিঃসরণ ঘটায়। এই ডোপামিন আমাদের মনে এক ধরনের তাৎক্ষণিক আনন্দ ও সাফল্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। মানুষ যখনই কোনও গেমে বিজয়ী হয়, তার মস্তিষ্ক এই "পুরস্কার" পাওয়ার আশায় বারবার সেই কাজটির পুনরাবৃত্তি করতে চায়। ঠিক এই প্রক্রিয়াই মানুষকে বারবার স্ক্রিনের সামনে টেনে আনে। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি কেবল বিনোদন বা সময় কাটানোর মাধ্যম মনে হলেও, ধীরে ধীরে তা মানসিক নির্ভরতায় পরিণত হয়। একসময় ডোপামিন নিঃসরণের এই কৃত্রিম চক্রটি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, গেম ছাড়া অন্য কোনো স্বাভাবিক কাজে মানুষ আর আনন্দ খুঁজে পায় না। এভাবেই জন্ম নেয় এক ভয়ংকর আসক্তি।

বিশ্বজুড়ে এই গেমিং আসক্তির ভয়াবহ উদাহরণ অসংখ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই "গেমিং ডিসঅর্ডার"-কে একটি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া বা চিনের মতো দেশগুলোতে অনেক কিশোর-কিশোরীকে দেখা গেছে যারা টানা কয়েক দিন খাওয়া-দাওয়া ও ঘুম ত্যাগ করে গেম খেলার ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বা শারীরিক অবসাদে মৃত্যুবরণ করেছে। ব্লু হোয়েল বা এই ধরনের মরণঘাতী চ্যালেঞ্জগুলোর কথা আমরা জানি, যা বহু প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আসক্তির এই স্তরে পৌঁছালে মানুষের বাস্তব আর কল্পনার মধ্যকার পার্থক্য মুছে যায়। তারা অতিপ্রাকৃত হিংস্রতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা ও আত্মহননের হার বাড়ছে। "পোকেমন গো" চালাতে গিয়ে বহু মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। রাস্তা পার হতে গিয়ে, গাড়ি চালাতে চালাতে, রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এমনকি গবেষণায়ও উঠে এসেছে, গেমের প্রতি অন্ধ মনোযোগ বাস্তব জগতের বিপদ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা কমিয়ে দেয়।

এখানেই সাহিত্যের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের চমকে দেয়। দ্য মেশিন স্টপস- এক শতাব্দীরও বেশি আগে ই এম ফস্টার এমন এক পৃথিবীর ছবি এঁকেছিলেন, যেখানে মানুষ যন্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তারা মাটির নিচে ছোট ছোট ঘরে বন্দি, সব প্রয়োজন মেটায় "মেশিন"। ফলে মানুষ হাঁটতে ভুলে যায়, চিন্তা করতে ভুলে যায়, সরাসরি সম্পর্ক গড়তে ভুলে যায়। শেষ পর্যন্ত যখন মেশিন থেমে যায়, মানুষও থেমে যায়। কারণ তারা আর মানুষ হিসেবে বাঁচতে শেখেনি। এটি শুধু কল্পকাহিনি নয়- এটি আমাদের বর্তমানের প্রতিচ্ছবি।

"ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড"-এ অলডাস হাক্সলে দেখিয়েছিলেন এমন এক সভ্যতা, যেখানে প্রযুক্তি ও কৃত্রিম সুখ মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে হত্যা করে। মানুষ আর প্রশ্ন করে না, অনুভব করে না, শুধু ভোগ করে। "প্লেয়ার পিয়ানো"-তে কার্ট ভোনেগাট দেখিয়েছেন, যন্ত্র যখন মানুষের কাজ কেড়ে নেয়, তখন মানুষ নিজের প্রয়োজনীয়তাই হারিয়ে ফেলে।

আজকের শিশুরা ধীরে ধীরে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তারা মাঠে যায় না, বন্ধুদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে না, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটায় না। তাদের সম্পর্ক এখন হেডফোন, চ্যাটবক্স আর ডিজিটাল অবতারে সীমাবদ্ধ। ফলে সামাজিক দক্ষতা কমছে, সহানুভূতি কমছে, ধৈর্য্য কমছে।

ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা শরীরকে দুর্বল করে। চোখের সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত, স্থূলতা, মেরুদণ্ডের ব্যথা, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এসব এখন শিশু-কিশোরদের মধ্যে বাড়ছে। শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে। বাস্তব দৌড়ঝাঁপের জায়গা নিয়েছে ভার্চুয়াল দৌড়। গেমের জগৎ মানুষের সিদ্ধান্তকে পূর্বনির্ধারিত করে দেয়। কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কীভাবে জিততে হবে সব ঠিক করা থাকে। ফলে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়। মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে নির্দেশ মেনে চলতে। নিজের মতো চিন্তা করার শক্তি কমে যায়। আজ এআই, অটোমেশন, গেমিফিকেশন- সব মিলিয়ে মানুষ এমন এক জগতে ঢুকছে, যেখানে বাস্তবতা কম, সিমুলেশন বেশি। ভয় এখানেই- যদি একদিন মানুষ বাস্তব কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে? যদি বাস্তব সম্পর্কের চেয়ে ভার্চুয়াল সম্পর্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? যদি শিশুরা জীবনকে গেমের মতো ভাবতে শুরু করে?

প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করার কথা নয়। গেমও শত্রু নয়। সমস্যা তখনই, যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। বিষ যেমন ওষুধ হতে পারে, তেমন ওষুধও বিষ হতে পারে মাত্রা ছাড়ালে। অভিভাবকদের দায়িত্ব এখানে সবচেয়ে বড়। সন্তানের হাতে শুধু ফোন তুলে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তার স্ক্রিন টাইম, মানসিক অবস্থা, বন্ধু-বান্ধব, আচরণ সব দিকে নজর রাখতে হবে। বাস্তব জীবনের আনন্দ ফিরিয়ে আনতে হবে- বই, মাঠ, সঙ্গীত, শিল্প, পরিবার। স্কুলকেও প্রযুক্তি-সচেতনতার পাশাপাশি প্রযুক্তি-সংযম শেখাতে হবে। কারণ প্রযুক্তি যদি মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তবে সেই উন্নয়ন আসলে অবনতি।

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বাস্তবতা- সব জায়গা থেকেই একই সতর্কবার্তা আসছে- যন্ত্রের সঙ্গে থাকো, কিন্তু যন্ত্রের ভেতরে হারিয়ে যেও না। আজকের শিশু যদি স্ক্রিনের মধ্যে বড় হয়, কাল সে হয়তো পৃথিবীর আলো সহ্য করতে পারবে না। আর তখন প্রশ্ন উঠবে- মানুষ কি গেম খেলছিল, নাকি গেমই মানুষকে নিয়ে খেলছিল?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মানুষের অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার যুগ

রিটন খান

শুনতে কেমন লাগে? মহাভারতের সেই রণক্ষেত্রের কথা ভাবুন, যেখানে কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধারা লড়াই শুরুর আগেই টের পাচ্ছেন যে এই যুদ্ধ আসলে তাঁদের নয়, তাঁদের অস্ত্রের। আজ আমরাও ঠিক সেই অস্ত্রের মোহেই মগ্ন; আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ শুধুই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের ওপর। অথচ আমরা নিজেদের অস্তিত্বের দিকে তাকাতেই যেন ভুলে গেছি।

২০২৩ সালে আইবিএমের সিইও সতর্ক করেছিলেন, হাজার হাজার কর্মসংস্থান বিলুপ্ত হতে পারে। ডুওলিঙ্গোর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ত-মাংসের মানুষকে সরিয়ে সেখানে বসিয়ে দিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে। ক্লার্না তো আরও চমকপ্রদ দাবি করেছেতাদের একটিমাত্র এআই সিস্টেম এখন ৭০০ জন মানুষের সমান কাজ একাই সামলে দিচ্ছে। অফিসের দৃশ্যপটটাই যেন বদলে গেছে; এমন এক নতুন কর্মীর আগমন ঘটেছে, যার কোনো ডেস্ক নেই, নেই কোনো বেতনের দায়, অথচ সে সব কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করে ফেলছে।

এই পরিবর্তনের পেছনে একটি আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য যুক্তি কাজ করছে: রুটিনমাফিক কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় হবে, উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং খরচ কমবে। বড় বড় করপোরেট বোর্ডরুমের জন্য এটি একটি আদর্শ সমীকরণ। কিন্তু এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক সূক্ষ্ম অথচ ভয়াবহ বিপদ, যা আমাদের চিন্তার ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দিচ্ছে। ২০২৪ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আলাদাভাবে দেখলে এআইয়ের তৈরি গল্পগুলো হয়তো ভীষণ সৃজনশীল মনে হয়। কিন্তু যখন অনেকগুলো গল্প একসঙ্গে রাখা হয়, তখন সেগুলোর মধ্যে এক অদ্ভুত সমরূপতা ফুটে ওঠে। একে গবেষকেরা বলছেন ট্র্যাজেডি অব দ্য কমনস। সেখানে ব্যক্তিগত লাভের তাড়না শেষ পর্যন্ত সামষ্টিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২০২৩ সালে আইবিএমের সিইও সতর্ক করেছিলেন, হাজার হাজার কর্মসংস্থান বিলুপ্ত হতে পারে। ডুওলিঙ্গোর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ত-মাংসের মানুষকে সরিয়ে সেখানে বসিয়ে দিচ্ছে এআইকে। আমার দৃষ্টিতে এটি কেবল প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা নয়, বরং একধরনের চিন্তার একরঙা হয়ে যাওয়া। সবাই যেন একই বৈচিত্র্যহীন স্বপ্নের অংশ হয়ে পড়ছে, যেখানে ভাষার পার্থক্য থাকলেও মূল সুরটা সেই একই ছাঁচে ঢালা। রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে থাকলে হয়তো বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন, যে যন্ত্র মানুষের কর্ম কেড়ে নেয়, তাকে কি শেষ পর্যন্ত আমরা মানুষের বিকল্প হিসেবে মেনে নেব?

আসুন একটু কল্পনা করি। ভেবে দেখুন, আপনি প্রাচীন মিসরের সমস্ত জ্ঞান আহরণ করে একটি এআই তৈরি করলেন। এরপর পর্যায়ক্রমে গ্রিস, রোম, বাগদাদ এবং ফ্লোরেন্সের জ্ঞান দিয়েও আলাদা আলাদা মডেল তৈরি করলেন। আপনি দেখবেন, প্রতিটি পরবর্তী মডেল আগের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে। কিন্তু এর নেপথ্য কারণ কী? আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রযুক্তির অ্যালগরিদমে কোনো পরিবর্তন আসেনি; বরং বিবর্তিত হয়েছে মানবসভ্যতা। এর অর্থ দাঁড়ায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত চাবিকাঠি তার প্রোগ্রামিং কোডের গভীরে নয়, বরং তা লুকিয়ে আছে মানবসমাজের সামষ্টিক জ্ঞানের মাঝে। আমাদের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখানেই, যেখানে হয়তো আমরা ভুল অভিমুখে দৃষ্টি দিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে এলএলএম বা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল কী? এটি কি কোনো অলৌকিক প্রজ্ঞা? এটি তো মানুষের সামাজিক চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটি প্রতিচ্ছবি, যেখান থেকে স্বয়ং মানুষকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি কিছুটা আতঙ্কজনক হলেও সত্য। এখন একটি মৌলিক প্রশ্ন জাগে, যদি সেই সৃজনশীল সামাজিক চিন্তার উৎসই একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে কী ঘটবে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত চাবিকাঠি তার প্রোগ্রামিং কোডের গভীরে নয়, বরং তা লুকিয়ে আছে মানবসমাজের সামষ্টিক জ্ঞানের মাঝে। মডেল ধসে পড়ার ধারণাটি এখান থেকেই উৎসারিত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি কেবল নিজের তৈরি উপাত্ত ব্যবহার করে ক্রমাগত প্রশিক্ষিত হতে থাকে, তাহলে কী দশা হবে? এর ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। প্রান্তিক চিন্তাধারা, প্রথাগত ধারণার বাইরের কোনো অদ্ভুত ভাবনা কিংবা ত্রুটিপূর্ণ হলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো একে একে মুছে যেতে থাকে। দিন শেষে যা টিকে থাকে, তা হলো কেবল একঘেয়ে বা মধ্যম মানের পাণ্ডিত্য।

এটি বাহ্যিকভাবে মসৃণ ও আকর্ষণীয় মনে হলেও এর ভেতরের জ্ঞান আসলে অন্তঃসারশূন্য। এই সংকটকে কেবল কারিগরি সমস্যা হিসেবে দেখার উপায় নেই; এটি মূলত একটি সামাজিক বিপর্যয়।

বর্তমান সময়ে এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই তথ্যের মূল উৎসে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা সারসংক্ষেপ পড়ি, সরাসরি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই এবং গভীর বিতর্ক এড়িয়ে চলি। এর পরিণতিতে আমাদের মধ্যে একধরনের অমূলক আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে; আমরা আসলে কম জানলেও নিজেদের অনেক বেশি জ্ঞানী বলে মনে করছি।

অ্যানথ্রোপিকের সংগৃহীত উপাত্ত অনুসারে, মাত্র ৮.৭ শতাংশ মানুষ এআই থেকে পাওয়া উত্তরগুলো পুনরায় যাচাই করেন। সহজ কথায়, আমরা আমাদের মৌলিক প্রশ্ন করার সক্ষমতাটি ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলছি। বিপজ্জনক এক নতুন স্তরের মুখোমুখি আমরা। এআই আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ালেও চিন্তার গতিশীলতাকে কি রুদ্ধ করছে না? গবেষণা বলছে, প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ এআই ব্যবহারের সময় কোনো প্রকার গঠনমূলক চিন্তা করছে না। তারা কেবল ফলাফলটুকু গ্রহণ করছে, আর সেখানেই ইতি টানছে।

অ্যানথ্রোপিকের সংগৃহীত উপাত্ত অনুসারে, মাত্র ৮.৭ শতাংশ মানুষ এআই থেকে পাওয়া উত্তরগুলো পুনরায় যাচাই করেন। অর্থাৎ, আমরা আমাদের মৌলিক প্রশ্ন করার সক্ষমতাটি ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলছি। এটা অনেকটা একঘেয়ে অ্যাসেম্বলি লাইনের মতো, যেখানে চিন্তা উৎপাদিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু চিন্তার সেই গভীর অভিজ্ঞতাটুকু অধরাই থেকে যাচ্ছে। নিকোলাস কার একবার বলেছিলেন, গুগল আমাদের স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দিচ্ছে; এখন এআই যেন কেড়ে নিচ্ছে আমাদের যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা। এক অদ্ভুত প্যারাডক্সের জন্ম হয়েছে, আমরা দ্রুতবেগে ছুটছি ঠিকই, কিন্তু গন্তব্য যেন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে।

এখন আসা যাক আসল প্যারাডক্সে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এআইয়ের টিকে থাকার রসদ আসে মানুষের মধ্যকার সামাজিক জটিলতা থেকে। যেমন বিতর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা, এমনকি মানুষের ভুল বা সংঘর্ষ। অথচ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে এই জটিল সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলোই আজ হ্রাস পাচ্ছে। সহজ কথায়, এআই যেন নিজের টিকে থাকার ভবিষ্যতের খাদ্য নিজেই নিঃশেষ করে ফেলছে। এই অদ্ভুত সংকটকেই বলা হচ্ছে সোশ্যাল এজ প্যারাডক্স।

আমরা এআইকে কেবল কর্মী ছাঁটাইয়ের হাতিয়ার হিসেবে দেখে মারাত্মক ভুল করছি। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমানে জুনিয়র স্তরের কর্মীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে, অথচ এরাই ছিল আগামীর বিশেষজ্ঞ। আমাদের অনুধাবন করতে হবে, যে অন্তর্নিহিত জ্ঞান কেবল অভিজ্ঞতা, ভুল থেকে শিক্ষা এবং মেন্টরশিপের মাধ্যমেই অর্জিত হয়, যা কোনোভাবেই এআই দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য এন্ট্রি-লেভেল পদগুলো শুধু খরচ নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি শেখার প্রক্রিয়া। আজ যদি তাৎক্ষণিক লাভের আশায় আমরা এই পাইপলাইনটি বন্ধ করে দিই, তবে অদূর ভবিষ্যতে আমরা বিশাল শূন্যতার মুখোমুখি হব।

আমাদের অনুধাবন করতে হবে, যে অন্তর্নিহিত জ্ঞান কেবল অভিজ্ঞতা, ভুল থেকে শিক্ষা এবং মেন্টরশিপের মাধ্যমেই অর্জিত হয়, যা কোনোভাবেই এআই দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়।

আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায় হলো গ্রেট রিকোড। আমাদের প্রচলিত ধারণা হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সবকিছুতে আমূল পরিবর্তন আনবে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হলো, লেগ্যাসি কোড, প্রাচীন সিস্টেম, ডেটাবেস কিংবা পিডিএফ পার্সারের মতো অনেক অবকাঠামো এখনো এআইয়ের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। এই জটিল অবকাঠামো এআই নিজে থেকে গড়ে তুলতে সক্ষম নয়।

এর ফলশ্রুতিতে আমরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি। পুরোনো কোবল প্রোগ্রামারদের চাহিদা পুনরায় বাড়ছে এবং ডিজিটাল আর্কিওলজির মতো এক অভিনব ক্ষেত্রের জন্ম হচ্ছে, যেখানে পুরোনো সিস্টেমগুলো বুঝতে ও সংস্কার করতে এখনো মানুষের মেধার প্রয়োজন পড়ছে। বস্তুত, প্রতিটি নতুন জ্ঞানই দাঁড়িয়ে থাকে পুরোনো ভিত্তির ওপর। তাই এই দীর্ঘ যাত্রাপথে এআই কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং এ ক্ষেত্রে মানুষের সাহচর্য ছাড়া এটি একেবারেই অচল।

পরিশেষে নেতৃত্বের প্রসঙ্গে আসা যাক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সময়ে নেতৃত্বও রৈখিক নয়, বরং তা এখন অনেকটা উত্তল প্রকৃতির। এখানে অতি সামান্য পার্থক্যও সুদূরপ্রসারী ও বিশাল প্রভাব ফেলতে সক্ষম। যেসব বড় বড় কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরা কেবল জনবল ছাঁটাইয়ের হাতিয়ার হিসেবে এআইকে বেছে নেবেন, তাঁরা হয়তো সাময়িকভাবে লাভবান হবেন। অন্যদিকে, যাঁরা এআই ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও সংযোগ বৃদ্ধির পথ দেখাবেন, তাঁরাই দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় এগিয়ে থাকবেন। কেননা দিন শেষে প্রকৃত মূল্যের জায়গাটি কোথায়, জানেন? তা কেবল যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তায় নয়; বরং মানুষের সুসমন্বিত প্রয়াসের মধ্যেই নিহিত।

যেসব বড় বড় কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরা কেবল জনবল ছাঁটাইয়ের হাতিয়ার হিসেবে এআইকে বেছে নেবেন, তাঁরা হয়তো সাময়িকভাবে লাভবান হবেন।

মাঝেমধ্যে আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে, এআই কি আমাদের প্রজ্ঞাকে শাণিত করছে, নাকি এটি শুধু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির এক কৃত্রিম ছায়া হয়ে উঠছে? সম্ভবত বিষয়টি এমনএআই হলো আমাদেরই একধরনের আয়না। আমরা যেমনটা হব, এআই ঠিক তেমনটাই হয়ে ধরা দেবে; তবে সেই প্রতিচ্ছবি হবে আরও বেশি স্বচ্ছ এবং বৈচিত্র্যহীনভাবে একরঙা। আসল সংকটটা ঠিক এখানেই। মানুষের বৈশিষ্ট্য কখনোই একরঙা বা রৈখিক ছিল না। আমরা যদি সত্যিই তেমন বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ি, তবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তারও আমাদের কাছ থেকে নতুন করে আর কিছুই শেখার থাকবে না। তাই দিন শেষে এই চ্যালেঞ্জটা কেবল প্রযুক্তির উৎকর্ষের নয়; বরং এটি আমাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতার। আমরা কি এখনো হৃদয়ের টানে মানুষের সঙ্গে কথা বলি, নাকি আমাদের সমস্ত আলাপ আজ কেবল যন্ত্রের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে? ভাবতে হবে বিষয়টি, এখনো দেরি হয়নি।

লেখক: সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, এ.আই. বিহেভিয়োরাল রিসার্চার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় ওবিসি ফেডারেশনে একদিবসীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কেরলে অঙ্গ পাচার চক্র: ৯টি স্থানে ইডির তল্লাশি, বাজেয়াপ্ত নথি, ফ্রিজ করা হল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

কোচি, ২১ জুন (আইএএনএস): কেরলে বেআইনি অঙ্গ পাচার চক্রের তদন্তে বড়সড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মোট ৯টি স্থানে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল-সংক্রান্ত নথি বাজেয়াপ্ত করেছে তদন্তকারী সংস্থা। পাশাপাশি অভিযুক্তদের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করা হয়েছে বলে রবিবার জানানো হয়েছে।

ইডির কোচি জোনাল অফিস ১৮ জুন অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় এই তল্লাশি অভিযান চালায়। তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কেরলজুড়ে সক্রিয় একটি বৃহৎ অঙ্গ পাচার চক্র, যার সঙ্গে এর্নাকুলামের কয়েকটি হাসপাতালে বেআইনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার যোগসূত্র পাওয়া গেছে।

ইডি জানিয়েছে, অবৈধ অঙ্গ ব্যবসায় জড়িত এজেন্ট ও মধ্যস্থতাকারীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ব্যাঙ্ক লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ করে অর্থের উৎস, প্রবাহ এবং অর্থ পাচারের সম্ভাব্য স্তরগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কেরল পুলিশের দায়ের করা একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে। তদন্তে উঠে এসেছে, বৈধ 'নিঃস্বার্থ অঙ্গদান' এবং মেডিক্যাল ট্যুরিজমের আড়ালে একটি সুসংগঠিত অপরাধচক্র জাল নথি তৈরি, প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অঙ্গ পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে মহম্মদ নাজিব কে এবং তাঁর সহযোগী রশিদা এ.এ.-এর নেতৃত্বে 'কল্লাথারাস মেডিক্যাল ট্যুরিজম প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে এই চক্র পরিচালিত হত।

ইডির দাবি, এজেন্ট ও দালালদের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের অঙ্গদানে প্রলুব্ধ করা হত। দাতাদের ৫ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও গ্রহীতাদের কাছ থেকে ২০ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি অর্থ নেওয়া হত।

তদন্তে আরও জানা গেছে, পুলিশি অনুমোদনপত্র, জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশপত্র, আধার কার্ড, রেশন কার্ড-সহ একাধিক সরকারি নথি জাল করা হয়েছিল। এর্নাকুলামের পাল্লিক্কারায় অবস্থিত 'সান কমিউনিকেশনস ডিটিপি সেন্টার' এবং 'সাইন এইচডি ডিজিটাল স্টুডিও'-তে এই জালিয়াতি সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ।

এরপর ওই জাল নথির ভিত্তিতে এর্নাকুলামের বিভিন্ন বড় হাসপাতালে বেআইনি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করা হত বলে জানিয়েছে ইডি।

তল্লাশি অভিযানে জাল নথি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্য, দাতা ও গ্রহীতাদের বিবরণ, জেলা স্তরের অনুমোদন কমিটির কাছে জমা দেওয়া নথি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার হয়েছে।

এছাড়াও অভিযুক্ত এবং তাঁদের সহযোগীদের নামে থাকা স্থাবর সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরাধলব্ধ অর্থ দিয়ে কোনও সম্পদ কেনা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইডির বক্তব্য, অপরাধলব্ধ অর্থের উৎস শনাক্ত করা, চক্রের প্রকৃত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা এবং আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ সংগ্রহের লক্ষ্যেই এই অভিযান চালানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা: দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেলারের পিছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ৪, আশঙ্কাজনক ১০

কলকাতা, ২১ জুন (আইএএনএস): উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত চার জনের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর আহত হয়েছেন ১০ জন। রবিবার জাতীয় সড়ক ২৭-এ ময়নাগুড়ি এলাকার উল্লাডাবাড়িতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার (এনবিএসটিসি) একটি যাত্রীবোঝাই বাস রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মোট ৫৭ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে চার জনের মৃত্যু হয়।

মৃতদের মধ্যে একজনের পরিচয় সজল সরকার হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। বাকি তিন জনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে ৩৭ জন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এবং ২০ জন ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারগামী এনবিএসটিসি বাসটি তিস্তা সেতু পার হয়ে উল্লাডাবাড়ি এলাকায় পৌঁছনোর পর অতিরিক্ত গতিতে এসে জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারের পিছনে ধাক্কা মারে।

সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাসটির সামনের অংশ ট্রেলারের পিছনের অংশে ঢুকে যায়। বাসের সামনের সারিতে বসা বেশ কয়েকজন যাত্রী বিকৃত ধাতব কাঠামোর মধ্যে আটকে পড়েন।

দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

কয়েক ঘণ্টা ধরে উদ্ধার অভিযান চলে। উদ্ধারকারীরা বাসের দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া অংশ কেটে আটকে পড়া যাত্রীদের বের করে আনেন।

আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বেশ কয়েকজনের মাথা, বুক এবং শরীরের অন্যান্য অংশে গুরুতর আঘাত লেগেছে।

ময়নাগুড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুবলচন্দ্র ঘোষ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "উল্লাডাবাড়ি এলাকায় একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথম উদ্ধারকাজ শুরু করেন। খবর পাওয়ার পর পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাসটি পিছন দিক থেকে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেলারটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।" দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে ক্রেনের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন সরিয়ে স্বাভাবিক যান চলাচল পুনরুদ্ধার করা হয়।

পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। চালকের গাফিলতি অথবা অন্য কোনও কারণ এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকারী সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে নতুন প্রতারণার মামলা, চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

কলকাতা, ২১ জুন (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পলাতক এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানায় দায়ের হওয়া এই নতুন মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগের সরকার আমলে রাজ্য সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন। এর আগে একই জেলার শালবনি থানায় দায়ের হওয়া একটি জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় জেলা আদালত সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল। ওই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুমিত রায় বর্তমানে পলাতক। তিনি যাতে দেশ ছেড়ে পালাতে না পারেন, সে জন্য তাঁর বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিসও জারি করা হয়েছে।

প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরার বক্তব্যের ভিত্তিতেই সুমিত রায়ের নাম কথিত জমি দখল ও চাকরির বিনিময়ে টাকা নেওয়ার মামলায় সামনে আসে। দুর্নীতির অভিযোগে চলতি মাসের শুরুতে সুজয় হাজরাকে গ্রেফতার করেছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। চলতি মাসেই সুমিত রায়ের খোঁজে শালবনি থানার পুলিশ, কলকাতা পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) একটি যৌথ দল দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট রোডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে তল্লাশি চালায়।

পুলিশ সূত্রে দাবি, মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন বিশ্লেষণে সুমিত রায়ের শেষ অবস্থান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন এলাকায় পাওয়া গিয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই সেখানে তল্লাশি চালানো হয়।

উল্লেখ্য, গত এক মাসে তিনটি পৃথক মামলায় দুই তদন্তকারী সংস্থা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এর মধ্যে বহুচর্চিত শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জেরা করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সিআইডি তাঁকে দুটি পৃথক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। একটি মামলায় বিধায়কদের স্বাক্ষর সংক্রান্ত অসঙ্গতির অভিযোগ রয়েছে, অন্য মামলাটি সম্প্রতি সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া উসকানিমূলক বক্তব্য সংক্রান্ত।

এদিকে সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে দায়ের হওয়া চাকরি প্রতারণার মামলার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাঁর খোঁজে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বলিউড তারকাদের বার্তা: যোগ শুধু ব্যায়াম নয়, জীবনের পথ

মুম্বই, ২১ জুন (আইএএনএস): আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বলিউডের একাধিক তারকা যোগব্যায়ামের গুরুত্ব তুলে ধরলেন। অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা, অভিনেতা শহীদ কাপুর, অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং এবং সুপারস্টার অক্ষয় কুমার সামাজিক মাধ্যমে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগের শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন।

ফিটনেসপ্রেমী অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা ইনস্টাগ্রামে যোগাসন করার একাধিক ছবি শেয়ার করে জানান, যোগ তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি লেখেন, "যোগ বহু বছর ধরে আমার জীবনের অংশ। এটি শুধু শরীরচর্চা নয়, নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া, ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা এবং জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি উপায়। যা একসময় অনুশীলন হিসেবে শুরু হয়েছিল, তা পরে আবেগে পরিণত হয়েছে এবং আজ জীবনযাত্রার অংশ হয়ে উঠেছে।"

তিনি আরও বলেন, যোগ তাঁকে প্রতিদিন নতুন কিছু শেখায় এবং জীবনের প্রতি আরও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে, মুম্বইয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শহিদ কাপুর বলেন, যোগ ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর কথায়, "যোগ এমন একটি বিষয় যা মন, শরীর এবং আত্মাকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। খুব কম জিনিসই আছে যা এই তিনটির মধ্যে এত সুন্দর সমন্বয় ঘটাতে পারে।"

তিনি জানান, নিয়মিত যোগাভ্যাস শরীরকে আরও নমনীয় ও শক্তিশালী করে এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে।

অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিংও যোগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে কথা বলেন। যোগগুরু হিমালয়ান সিদ্ধা অক্ষর-এর তত্ত্বাবধানে উন্নত স্তরের কয়েকটি যোগাসন অনুশীলন করে তিনি বলেন, "আজকের দ্রুতগতির জীবনে যোগ আমাদের নিজেদের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেয়।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে এ সপ্তাহেই মন্ত্রীস্তরের বৈঠক, অন্তর্বর্তী সমঝোতা চূড়ান্ত করার চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (আইএএনএস): প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির (বিটিএ) প্রথম ধাপের কাঠামো চূড়ান্ত করতে এ সপ্তাহেই মন্ত্রীস্তরের বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে। আগামী মাসে গুরুত্বপূর্ণ শুল্ক-সংক্রান্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে অন্তর্বর্তী চুক্তির রূপরেখা চূড়ান্ত করাই এই বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ) জেমিসন গ্রিয়ার দু'দিনের সফরে ভারতে আসছেন। সফরকালে তিনি পীযূষ গয়ালের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

রবিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গয়াল বলেন, "আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য আগামীকাল আমার মার্কিন সমকক্ষ দিল্লিতে আসছেন।"

তবে বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল সম্প্রতি জানিয়েছিলেন, দুই দেশের মন্ত্রীর আলোচনায় অন্তর্বর্তী চুক্তির কাঠামোয় চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা হবে।

এর আগে চলতি মাসে পীযূষ গয়াল জানিয়েছিলেন, অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে বাকি থাকা সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধানের পথে রয়েছে ভারত ও আমেরিকা। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই বিটিএ-র প্রথম ধাপ সম্পন্ন হতে পারে।

আসন্ন বৈঠকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আগামী ২৪ জুলাই আমেরিকার আরোপিত ১০ শতাংশ অস্থায়ী শুল্কের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। এই অতিরিক্ত শুল্কটি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন প্রশাসন তাদের সব বাণিজ্যিক অংশীদার দেশের উপর আরোপ করেছিল, যা 'মোস্ট ফেভার্ড নেশন' (এমএফএন) শুল্ক হারের অতিরিক্ত।

১৫০ দিনের এই সময়সীমা শেষ হওয়ার পর ওয়াশিংটন নতুন শুল্ক কাঠামো চালু করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২ থেকে ৪ জুন নয়াদিল্লিতে দুই দেশের প্রধান আলোচকদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে, ১৯৭৪ সালের মার্কিন বাণিজ্য আইনের ধারা ৩০১-এর আওতায় বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে অতিরিক্ত শিল্প সক্ষমতা ও শ্রমনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত-সহ একাধিক দেশের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির দফতর (ইউএসটিআর)।

চলতি জুন মাসে ইউএসটিআর সরবরাহ শৃঙ্খলে জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ভারত-সহ কয়েকটি দেশের আমদানির উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেয়। তবে সেই প্রস্তাব এখনও পরামর্শ পর্যায়ে রয়েছে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সপ্তাহের মন্ত্রীস্তরের বৈঠক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় নতুন গতি আনতে পারে এবং প্রস্তাবিত চুক্তির প্রথম ধাপ চূড়ান্ত করার পথ আরও সুগম করতে পারে।

ডিসেম্বরের মধ্যেই ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, ২০২৭ সালের শুরুতে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা: পীযূষ গোয়েল

মুম্বই, ২১ জুন (আইএএনএস): ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই স্বাক্ষরিত হতে পারে এবং ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

রবিবার মুম্বইয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোয়েল বলেন, এই চুক্তি কার্যকর হলে ইউরোপের বিশাল বাজারে ভারতের প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক কমে যাবে।

মন্ত্রী বলেন, "প্রায় শূন্য শুল্কে ইউরোপের প্রায় সমগ্র বাজারই আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ইইউ-র সঙ্গে এফটিএ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাক্ষরিত হবে এবং আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ কার্যকর হবে।"

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি ভারত এবং ২৭ সদস্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। সেই সময় পীযূষ গোয়েল একে "সব চুক্তির জননী" বলে অভিহিত করেছিলেন।

প্রস্তাবিত এই চুক্তির আওতায় ভারতের প্রায় ৯৩ শতাংশ রপ্তানি পণ্য ইউরোপীয় বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে গোয়েল বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে আগ্রহী। তিনি বলেন, "আজ গোটা বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।" এছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার এই সপ্তাহেই ভারত সফরে আসছেন বলেও জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় গোয়েল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উন্নয়ন ও ঐতিহ্যদুটিকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

গোয়েল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবসময় বলেন, দেশের উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরার সংরক্ষণ। কোনও দেশই তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা না করে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি।"

হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতে ফিরছে তিন ভারতীয় তেলবাহী জাহাজ, বহন করছে ৮.৬ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি অপরিশোধিত তেল

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (আইএএনএস): ভারতের সামুদ্রিক ও জ্বালানি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে তিনটি ভারতীয় পতাকাবাহী অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাঙ্কার সফলভাবে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। জাহাজগুলিতে মোট ৮.৬ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি কৌশলগত জ্বালানি কার্গো রয়েছে।

এমন এক সময়ে এই সাফল্য এল, যখন পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন ধরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এই সফল যাত্রার কথা জানিয়ে বলেন, দেশের সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষায় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

এক্স-এ এক পোস্টে তিনি লেখেন, "নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত হয়েছে। ভারতীয় পতাকাবাহী তিনটি অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজ 'দেশ বৈভব', 'দেশ বিভোর' এবং 'সানমার হেরাল্ড' ৯৪ জন ভারতীয় নাবিককে সঙ্গে নিয়ে ৮.৬ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি কার্গো বহন করে আজ সফলভাবে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেছে এবং ভারতের পথে রয়েছে।"

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-এর নেতৃত্বে ভারত সরকার দেশের সামুদ্রিক স্বার্থ সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নাবিকদের নিরাপত্তা এবং জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে মন্ত্রক।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, 'দেশ বৈভব', 'দেশ বিভোর' এবং 'সানমার হেরাল্ড' নামের তিনটি জাহাজ যথাক্রমে ২৪ জুন থেকে ১ জুলাইয়ের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছাবে।

'দেশ বৈভব' ২৪ জুন ভাদিনার বন্দর-এ পৌঁছানোর কথা রয়েছে। একই দিনে 'দেশ বিভোর' পৌঁছাবে সিক্কা বন্দর-এ। অন্যদিকে, ২০ জুন হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করা 'সানমার হেরাল্ড' ১ জুলাই পারাদীপ বন্দর-এ পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৮ জুন যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালী দিয়ে সামুদ্রিক চলাচলের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়। আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে কূটনৈতিক অগ্রগতির পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যার ফলে তেলবাহী জাহাজগুলির চলাচল আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

একই দিনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বলে জানা গেছে। ওই চুক্তিতে উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত কমানো এবং কিছু নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে ইরানের তেল রপ্তানির পথ সুগম হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ পুনরায় খুলে যায়, যা বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় স্বস্তি এনে দেয়।

ভারতের মতো আমদানিনির্ভর জ্বালানি অর্থনীতির জন্য এই নিরাপদ যাত্রা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক জলসীমায় জাহাজ ও নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় অব্যাহত রয়েছে।

হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে এই তিন জাহাজের সফল যাত্রাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও পরিচালনাগত সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা একদিকে পশ্চিম এশিয়ার কূটনৈতিক অগ্রগতির প্রতিফলন, অন্যদিকে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষার প্রতি অঙ্গীকারকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরেছে।

গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের বিরোধিতার পেছনে 'বাহ্যিক শক্তির' মদত রয়েছে: কিরেন রিজিজু

শ্রী বিজয়া পুরম, ২১ জুন (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু অভিযোগ করেছেন, প্রস্তাবিত গ্রেট নিকোবর অবকাঠামো প্রকল্পের বিরোধিতা করা কিছু গোষ্ঠী "বাহ্যিক সংস্থার মদতপুষ্ট"। তাঁর মতে, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিকে শুধুমাত্র পরিবেশগত বা বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত নয়।

শনিবার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শ্রী বিজয়া পুরমে আয়োজিত 'আন্দামান আইডিয়াজ সামিট ২০২৬'-এর এক আলোচনায় অংশ নিয়ে রিজিজু বলেন, কৌশলগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের বিরোধিতার পেছনে এমন কিছু শক্তি থাকতে পারে, যাদের ভূমিকা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান নয়।

প্রস্তাবিত ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর প্রকল্পের বিরোধিতা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "কিছু গোষ্ঠী খুব সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং তারা বাহ্যিক সংস্থার দ্বারা প্রভাবিত বা উৎসাহিত হচ্ছে। পৃথিবী অত্যন্ত জটিল একটি জায়গা।"গ্রেট নিকোবর প্রকল্পকে ঘিরে চলমান বিতর্কের মধ্যেই তাঁর এই মন্তব্য সামনে এল। প্রকল্পটির আওতায় আন্তর্জাতিক কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল, একটি নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ অবকাঠামো এবং একটি আধুনিক টাউনশিপ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মতো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নকে দেশের দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্বার্থের আলোকে দেখা প্রয়োজন।

রবিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।

Page 3_5_7- JAGARAN 333333333333333.pm8 22-06-2026, 00:12

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওভেন জ্বালানো ছাড়াই তৈরি হবে তুলতুলে কেক

গরমে ঠান্ডা ঠান্ডা মিষ্টি মুখের স্বাদ বদলে দিতে পারে নিমেষেই। ওভেন জ্বালানোর ঝামেলা ছাড়াই যদি তৈরি হয়ে যায় তুলতুলে কেক, তবে তো কথাই নেই। লেমন কার্ড আর তাজা স্ট্রবেরির টক-মিষ্টি স্বাদে ভরপুর এই নো-বেক আইসবক্স কেক ঠিক তেমনই এক ম্যাজিক।

এই কেক তৈরির প্রধান উপকরণ হল মাস্কারপোন চিজ, হেভি ক্রিম, লেমন কার্ড এবং তাজা স্ট্রবেরি। এর সঙ্গে প্রয়োজন ডাইজেসটিভ বিস্কুট, যা কেকের লেয়ার তৈরিতে সাহায্য করবে। চিনি ও লেবুর খোসা একসঙ্গে হাত দিয়ে ঘষে নিলে লেবুর সুগন্ধ ক্রিমের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিশে যায়।

একটি পাত্রে লেবু-চিনির মিশ্রণ, মাস্কারপোন চিজ, ঠান্ডা হেভি ক্রিম ও ভ্যানিলা পেস্ট নিতে হবে। সব উপকরণ একসঙ্গে নিয়ে ব্লেন্ডার বা হুইপারের সাহায্যে ভালো করে বিট করে নেবেন। মিশ্রণটি ঘন ও মসৃণ হয়ে নরম চূড়ার মতো আকার নিলেই তৈরি হয়ে যাবে কেকের মূল ক্রিম।

কেক টিনের নিচে সামান্য ক্রিম মাখিয়ে নিয়ে তার ওপর বিস্কুটের প্রথম স্তরটি সাজিয়ে দিন। বিস্কুটের ওপর ক্রিমের আস্তরণ দিয়ে তার ওপর লেমন কার্ডের টক-মিষ্টি লেয়ার চামচ দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর আবার একটি বিস্কুটের স্তর সাজিয়ে পরবর্তী লেয়ারের জন্য প্রস্তুত করুন।

নতুন বিস্কুটের স্তরের ওপর আবার ক্রিমের আস্তরণ বিছিয়ে দিতে হবে। এবার তার ওপর পাতলা করে কেটে রাখা তাজা স্ট্রবেরির টুকরোগুলি সুন্দর করে বিছিয়ে দিন। স্ট্রবেরির টুকরোগুলি পাতলা হলে কেকটি কাটার সময় লেয়ারগুলো খুব সুন্দর দেখায়।

স্ট্রবেরির ওপর আবার বিস্কুট, ক্রিম এবং বাকি থাকা লেমন কার্ডের স্তর দিতে হবে। সবশেষে শেষ বিস্কুটের স্তরটি সাজিয়ে বাকি ক্রিম দিয়ে ওপরটা ভালো করে মসৃণ করে দিন। এবার পাত্রটি প্লাস্টিক র‍্যাপার বা ঢাকনা দিয়ে ভালো করে মুড়ে ফ্রিজে রাখার জন্য তৈরি করুন।

এই কেকের আসল জাদু লুকিয়ে রয়েছে ফ্রিজের ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে। কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা বা সারারাত ফ্রিজে রেখে দিলে বিস্কুটগুলো ক্রিমের আর্দ্রতা শুষে নরম হয়ে যায়। সারারাত অবহেলার পর ফ্রিজ থেকে বের করলেই দেখা যাবে এটি আসল কেকের মতো রূপ নিয়েছে।

ফ্রিজ থেকে বের করে ওপর থেকে তাজা স্ট্রবেরি ও লেবুর জেস্ট ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ফ্রিজ থেকে বের করার ১০ মিনিট পর কাটলে কেকের স্লাইসগুলো দেখতে দারুণ সুন্দর লাগে। গ্রীষ্মের দুপুরে বা মধ্যরাতের মিষ্টির তৃষ্ণা মেটাতে এই ঠান্ডা ডেজার্টের কোনও বিকল্প নেই।

খাঁটি দুধ চেনার উপায়

খাঁটি দুধের নামে আমরা রোজ যা খাচ্ছি, তা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। দুধে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি মেশানো হয়, তা হল সাধারণ জল। তবে একটি ঢালু মসৃণ পৃষ্ঠ ব্যবহার করে সহজেই এই ভেজাল ধরা সম্ভব।

একটি পালিশ করা মসৃণ তলের ওপর এক ফোঁটা দুধ ফেলে দেখুন সেটি কীভাবে গড়িয়ে পড়ে। যদি দুধের ফোঁটাটি ধীরে ধীরে গড়িয়ে সাদা দাগ রেখে যায়, তবে বুঝতে হবে দুধটি একদম খাঁটি। আর ফোঁটাটি যদি কোনও দাগ না রেখেই দ্রুত গড়িয়ে যায়, তবে নিশ্চিতভাবে তাতে জল মেশানো রয়েছে।

জল মেশানো দুধ খেলে পুষ্টির অভাব হয় ঠিকই, তবে ডিটারজেন্ট মেশানো দুধ বিষের সমান। অসাধু ব্যবসায়ীরা দুধে ফেনা তৈরি করতে ও ঘনত্ব বাড়াতে প্রায়ই এই রাসায়নিক ব্যবহার করে থাকে। আপনার বাড়িতে থাকা দুধ এই বিষাক্ত উপাদানে ভরা কি না, তা একটি স্বচ্ছ গ্লাসের সাহায্যেই বোঝা সম্ভব। একটি কাচের পাত্রে ৫ থেকে ১০ মিলিলিটার দুধ নিন এবং ঠিক সমপরিমাণ জল মেশান। এরপর পাত্রটি খুব ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিন, যাতে জল ও দুধ সম্পূর্ণ মিশে যায়। খাঁটি দুধ হলে সামান্য ফেনা তৈরি হবে, যা খুব দ্রুত মিলিয়েও যাবে।

কিন্তু ঝাঁকানোর পর যদি দেখেন অতিরিক্ত ফেনা তৈরি হয়েছে, তবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ডিটারজেন্ট মেশানো থাকলে সাবানের মতো ঘন ফেনা তৈরি হয়, যা বেশ অনেকটা সময় স্থায়ী হয়। এমন দুধ কখনও খাওয়া উচিত নয়, এটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।

দুধের ঘনত্ব বাড়াতে অনেক সময় স্টার্চ বা মাড় মেশানো হয়, যা ধরাও খুব সহজ। দু'চামচ দুধের সঙ্গে সামান্য আয়োডিন দ্রবণ মিশিয়ে দেখুন রঙের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি না। দুধের রং যদি নীল হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে তাতে স্টার্চ মেশানো হয়েছে এবং তা আর খাঁটি নেই।

সিন্থেটিক দুধ চেনার জন্য গন্ধ এবং স্বাদ পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। খাঁটি দুধে নিজস্ব একটি মিষ্টি স্বাদ থাকে, কিন্তু সিন্থেটিক দুধের স্বাদ হয় তেতো। আঙুলের মধ্যে কিছুটা দুধ নিয়ে ঘষলে যদি সাবানের মতো পিচ্ছিল মনে হয়, তবে তা অবশ্যই ভেজাল।

দুধ গরম করার সময় বা ফ্রিজে রাখার পরেও ভেজাল ধরা যেতে পারে। আসল দুধ গরম করলে বা রেখে দিলে এর রং কখনও হলুদ হয়ে যায় না। যদি দেখেন দুধ জাল দেওয়ার পর হলদেটে ভাব এসেছে, তবে সেই দুধ না খাওয়াই শরীরের জন্য ভালো।

ত্বকে কত ঘণ্টা কাজ করে সানস্ক্রিম

রোদে বেরোনোর আগে নিয়ম করে মুখে-হাতে সানস্ক্রিম মাখছেন, ভাবছেন কড়া রোদ আর ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বুঝি আপনার ত্বক একেবারে সুরক্ষিত? যদি ভেবে থাকেন সকালে একবার সানস্ক্রিম মেখে নিলেই সারাদিনের মতো কেল্লাফতে, তবে মস্ত বড় ভুল করছেন! ত্বকের যত্নে সানস্ক্রিম যে কতটা জরুরি, তা আমরা কমবেশি সবাই জানি। কিন্তু আসল টুইস্ট হল এর কার্যকারিতার মেয়াদে। ঠিক কতক্ষণ কাজ করে আপনার সাধের সানস্ক্রিম এবং কীভাবে মাখলে মিলবে ১০০ শতাংশ সুরক্ষা? ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনি যতই দামী বা হাই এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিম ব্যবহার করুন না কেন, তা আপনার ত্বকে সর্বোচ্চ ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। হ্যাঁ, মাত্র কয়েক ঘণ্টা! এর পরেই সানস্ক্রিমের ভেতরের প্রতিরক্ষামূলক স্তরটি আস্তে আস্তে দুর্বল হতে শুরু করে। তাই সকাল ৯টায় সানস্ক্রিম মেখে যদি আপনি দুপুর ২টোর কড়া রোদে ঘুরে বেড়ান, তবে আপনার ত্বক রোদ থেকে কোনও সুরক্ষাই পায় না। সানস্ক্রিম মাখার পর তা বাতাসে, রোদে এবং আমাদের শরীরের নিজস্ব কিছু প্রক্রিয়ায় উবে যেতে থাকে। গরমে আমাদের ত্বকে যে ঘাম বা সেবাম (তেল) তৈরি হয়, তা সানস্ক্রিনের স্তরটিকে ধুয়ে বা গলিয়ে দেয়। সূর্যরশ্মি যখন সরাসরি ত্বকে পড়ে, তখন সানস্ক্রিমের রাসায়নিক উপাদানগুলো সেই ক্ষতিকর রশ্মিকে শোষণ করতে করতে নিজেই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ওড়না, রুমাল বা টিস্যু দিয়ে মুখ মোছার কারণেও সানস্ক্রিমের একটা বড় অংশ ত্বক থেকে উঠে যায়। সানস্ক্রিমের এই ২ ঘণ্টার আয়ু বাড়িয়ে ত্বককে বলিরেখা, ট্যান এবং পিগমেন্টেশন থেকে বাঁচাতে মেনে চলুন এই সহজ টিপসগুলো- আপনি যদি একটানা রোদে থাকেন বা বাইরে কাজ করেন, তবে প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর নিয়ম করে আবার সানস্ক্রিম মাখুন। মেকআপের ওপর মাখতে অসুবিধা হলে আজকাল বাজারে চমৎকার সানস্ক্রিম স্প্রে বা সানস্ক্রিম স্টিক পাওয়া যায়, যা মেকআপ নষ্ট না করেই টাচ-আপ করে নেওয়া যায়। নামমাত্র সানস্ক্রিম মাখলে কিন্তু কাজ হবে না। তর্জনী ও মধ্যমা এই দুটি আঙুল বরাবর লম্বা করে সানস্ক্রিন নিয়ে সেই পরিমাণটা পুরো মুখে ও গলায় ভালো করে ম্যাসাজ করুন। সঠিক পরিমাণে মাখলে তবেই তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুরক্ষা দেবে। বাড়ি থেকে বেরোনোর ঠিক আগের মুহূর্তে সানস্ক্রিম মাখবেন না। রোদ লাগার অন্তত ২০ মিনিট আগে এটি মাখুন, যাতে উপাদানগুলো ত্বকের সঙ্গে ভালোভাবে সেট হওয়ার সময় পায়। শুধু বাইরে বেরোলেই নয়, মেঘলা দিনে কিংবা বাড়ির ভেতরে থাকলেও কিন্তু ক্ষতিকর ইউভি রশ্মি আমাদের ত্বকের ক্ষতি করে। তাই সানস্ক্রিমকে করুন আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী এবং প্রতি দু-তিন ঘণ্টায় এর রি-টাচ দিতে একদম ভুলবেন না। তবেই কিন্তু আপনার ত্বক থাকবে চিরতরুণ আর উজ্জ্বল!

সব গাড়ির টায়ার কেন কালো রঙেরই হয়

রাস্তায় তো রোজই আমরা হাজার হাজার গাড়ি বা বাইক চলতে দেখি, কিন্তু কখনও খেয়াল করেছেন কি, সব গাড়ির টায়ারই কেন সবসময় কালো রঙের হয়? অনেকে ভাবেন এটা হয়তো শুধু ডিজাইন বা লুকের জন্য, কিন্তু এর নেপথ্যে রয়েছে এক দারুণ বৈজ্ঞানিক কারণ। ঠিক কী সেই কারণ? শুরুতে যখন টায়ার আবিষ্কার হয়েছিল, তখন তা তৈরি হতো প্রাকৃতিক রবার দিয়ে। আর প্রাকৃতিক রবারের আসল রঙ কিছুটা সাদা। কিন্তু সেই রবারের টায়ারগুলি মোটেও মজবুত ছিল না। রাস্তার গরম এবং গাড়ির ভারী চাপ সহ্য করতে না পেরে সেগুলো খুব দ্রুত ক্ষয়ে যেত বা ফেটে যেত। এখানেই অর্থাৎ এই সমস্যার সমাধান করতেই টায়ার তৈরির প্রযুক্তিতে আসে বড়সড় পরিবর্তন।

টায়ারকে দীর্ঘস্থায়ী করতে রবারের সঙ্গে 'কার্বন ব্ল্যাক' নামের একটি বিশেষ কার্বন পাউডার মেশানো হয়। এই উপাদানটি মেশানোর কারণেই টায়ারের রঙ সাদা থেকে বদলে কুচকুচে কালো হয়ে যায়। এটি একদিকে যেমন রবারকে বহুগুণ শক্ত করে, তেমনই টায়ারকে দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়া থেকে বাঁচায়। তীব্র রোদে বা উত্তপ্ত রাস্তায় গাড়ি চললে এই কার্বন ব্ল্যাক টায়ারকে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটি না থাকলে রবার সহজেই গলে বা ফেটে যেতে পারতো।

অন্যদিকে কার্বন ব্ল্যাক যুক্ত করার ফলে টায়ার রাস্তার সঙ্গে চমৎকার গ্রিপ তৈরি করতে পারে। এর ফলে ব্রেক চাপলে গাড়ি সহজে নিয়ন্ত্রণে আসে। পিছলে যাওয়ার ঝুঁকিও কমে যায়। হাইওয়েতে তীব্র গতিতে গাড়ি চললেও কালো টায়ার সহজে গরম হয় না। ফলে উচ্চ গতিতেও টায়ার ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

সঠিক আপেল চেনার কায়দা কি কি

আপেলের উজ্জ্বল চকচকে রূপ দেখে প্রায়শই মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু এই অতিরিক্ত চকচকে ভাব আসলে কৃত্রিম মোম বা কেমিক্যালের প্রলেপ হতে পারে। দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখার জন্য ব্যবসায়ীরা অনেক সময় এই অসাধু উপায় বেছে নেন। এই ক্ষতিকারক প্রলেপ চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হল আপেলের গায়ে হালকা করে আঁচড় কাটা। একটি ছুরি বা ব্লেড নিয়ে আপেলের খোসার ওপর আলতো করে টান দিন। যদি দেখেন সাদা গুঁড়োর মতো কিছু বেরিয়ে আসছে, তবে বুঝবেন মোমের আস্তরণ রয়েছে।

হাতের তালুতে আপেলটি নিয়ে ভালো করে ঘষে দেখতে পারেন। ঘষার পর যদি হাতে সাদাটে আঠালো কিছু লেগে থাকে, তবে বুঝতে হবে এতে কেমিক্যাল মেশানো হয়েছে।

প্রাকৃতিকভাবে আপেলের গায়ে কখনও এমন সাদা আস্তরণ থাকে না। ঈষদুষ্ণ গরম জল ব্যবহার করেও এই রাসায়নিকের উপস্থিতি খুব সহজেই ধরে ফেলা যায়। একটি পাত্রে গরম জল নিয়ে তার মধ্যে আপেলগুলি কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। আপেলের গায়ে যদি কোনও মোমের প্রলেপ থাকে, তবে তা গলে জলের ওপর ভাসতে শুরু করবে। বেকিং সোডা ও লেবুর রস মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিতে পারেন। এই মিশ্রণটি আপেলের গায়ে মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন এবং তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। যদি আপেলের গায়ের চকচকে ভাব সম্পূর্ণ চলে যায়, তবে বুঝবেন সেটি কৃত্রিম ছিল। আপেল কেনার সময় তার গন্ধ শুঁকে দেখার অভ্যাস তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রাকৃতিকভাবে পাকা আপেলের একটি মিষ্টি ও সতেজ সুবাস থাকে। কিন্তু মোমের প্রলেপ দেওয়া আপেল থেকে কোনও গন্ধ বেরোয় না, বরং কখনও কখনও ওষুধের মতো গন্ধ পাওয়া যায়।

খাওয়ার আগে আপেলগুলি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মেশানো জলে ভিজিয়ে রাখা ভালো। এক লিটার জলে এক চামচ ভিনিগার মিশিয়ে আপেলগুলো পাঁচ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এরপর পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিলে খোসার গায়ে লেগে থাকা ক্ষতিকারক উপাদান অনেকটাই দূর হয়ে যায়। অনেকেই আপেল খোসা সমেত খেতে ভালোবাসেন, তবে কেমিক্যালের ভয় থাকলে খোসা ছাড়িয়ে খাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। বাজার থেকে কেনা ফল খাওয়ার আগে তা সঠিকভাবে পরিষ্কার করার বিষয়ে কখনও আপস করা উচিত নয়। একটু সচেতন হলেই পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।

লাতিন আমেরিকার ফুটবল-অক্ষ এবং '২৬-এর বিশ্ব মঞ্চ: উন্মাদনা ও ঐতিহ্যের পুনর্জন্ম..

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

ফুটবল কোনোদিন শুধু চামড়ার গোলক আর চুনকাম করা রেখার পরিধিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; অন্তত লাতিন আমেরিকার মানচিত্রে তো নয়ই। সেখানে ফুটবল একটি যাপিত জীবন; এক পরম ধর্ম এবং সামাজিক অস্তিত্বের সমার্থক। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ যখন উত্তর আমেরিকার তিন দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; মেক্সিকো এবং কানাডায় বল গড়ানোর মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছে; তখন আটলান্টিকের এপারে লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ উপত্যকায় যে তরঙ্গ উঠেছে; তা কেবল ক্রীড়ামোদিদের আগ্রহ নয়; এক আদিম ও অনমনীয় উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ। ৪৮ দলের এই মেগা- টুর্নামেন্টে লাতিন আমেরিকার ফুটবল ঐতিহ্য কিভাবে এক নতুন মাত্রায় দর্শকদের উদ্বেলিত করছে; তা বিশদ বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

এবারের বিশ্বকাপে অন্যতম হলো এর ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। লাতিন আমেরিকার নিজস্ব প্রতিনিধি হিসেবে মেক্সিকোর 'এস্তাদিও আসতেকা' স্টেডিয়ামে যখন উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো; তখন তা কেবল একটি খেলার সূচনা ছিল না; ছিল ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন। ১৯৭০ এবং ১৯৮৬ সালের পর মেক্সিকো আবারও বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। আসতেকার গ্যালারিতে যখন লাখো মেক্সিকান সমর্থক সবুজ জার্সিতে 'সিলিতো লিন্দো' গানের সুরে মেতে ওঠেন; তখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে লাতিন আমেরিকার দর্শকদের জন্য বিশ্বকাপ কোনো উৎসবের দর্শক হওয়া নয়; উৎসবের মূল কারিগর হওয়া। মেক্সিকোর উদ্বোধনী জয় লাতিন অঞ্চলের ঘরে ঘরে যে সংকটের মাঝেও ফুটবল সেখানে মানুষকে একসঙ্গে হাসতে শেখায়;স্বপ্ন দেখতে শেখায়।

অন্যদিকে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল তাদের হেক্সা বা ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে আরও একবার কোমর বেঁধে নেমেছে। লাতিন আমেরিকার ফুটবলের সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তাদের 'জোগো বোনিতা' বা সুন্দর ফুটবল ঘরানায়। যদিও আধুনিক ফুটবলের গতি আর কৌশলের কাছে অনেক সময় লাতিন শৈলীকে আপস করতে হয়; তাও দর্শকদের উন্মাদনায় কোনো ভাঁটা পড়েনি। নেইমার-পরবর্তী প্রজন্মের ভিনিশসিয়াস জুনিয়র বা রদ্রীগোদের পায়ে বল এলেই সাল পাওলোর ফাভেলা থেকে শুরু করে কোপাকাবানা সৈকতের ফ্যান ফেস্টে সাম্বার তালে নাচ শুরু হয়ে যায়। লাতিন দর্শকরা ফুটবলকে থিয়েটারের মতো উপভোগ করেন; যেখানে প্রতিটি ড্রিবলিং এক একটি কবিতা।

২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব এবারে লাতিন আমেরিকার ফুটবল মানচিত্রে নতুন রোমাঞ্চ এনেছিল। ঐতিহ্যবাহী উরুগুয়ে মার্সেলো বিয়েলসার কোচিংয়ে পেরুকে ৩-০ গোলে হারিয়ে যখন মূল পর্ব নিশ্চিত করল; তখন মন্তেভিদিওর এস্থাদিও সেন্টেনারীওতে লাতিন আমেরিকায় পরিণত হয়েছে। টিকিট না পাওয়া হাজার হাজার কলম্বিয়ান; মেক্সিকান বা আর্জেন্টাইন সমর্থক এই ফ্যান ফেস্ট গুলোকে নিজেদের সংস্কৃতির মিলনমেলায় রূপান্তর করেছেন। শাকিরার অফিসিয়াল অ্যান্থেম 'দাই দাই' বা জে বালভিনের পারফরম্যান্স এই টুর্নামেন্টে লাতিন পপ সংস্কৃতি ও ফুটবলের যে যুগলবন্দী ঘটিয়েছে; তা দর্শকদের আগ্রহকে এক নতুন বিনোদনমূলক উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

অবশ্য এই বিশাল উন্মাদনার মাঝেও কিছু আক্ষেপের সুর রয়েছে। উত্তর আমেরিকায় আয়োজিত এই বিশ্বকাপের টিকিটের আকাশ ছোঁয়া দাম নিয়ে লাতিন আমেরিকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মনে ক্ষোভ রয়েছে। মেক্সিকো সিটির অনেক সাধারণ সমর্থকই অকপটে জানিয়েছেন যে; এই বিশ্বকাপ যেন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে এক কর্পোরেট উৎসব। কিন্তু লাতিনা আমেরিকার ফুটবলের সৌন্দর্য এখানেই--- মাঠে যেতে না পারলেও টিভির সামনে; পাড়ার মোড়ে বা রেডিওর আওয়াজে তাদের আবেগ বিন্দুমাত্র কমে না। ফুটবল সেখানে গুটিকয়েক ধনকুবেরের খেলা নয়; তা মাটির মানুষের

উন্মাদনার আগুন জ্বালিয়েছে; তা রিও দে জেনেইরো থেকে বুয়েন্স আইরেস পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

কাতার বিশ্বকাপে লিওনেল মেসির হাত ধরে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয় লাতিন আমেরিকার ফুটবলকে এক নতুন আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসাবে এবারের টুর্ণামেন্টে আর্জেন্টিনার মাঠে নামা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নের তকমা ছাপিয়ে এক অন্য আবেগের জন্ম দিয়েছে। লাতিন আমেরিকার দর্শকদের একাংশের কাছে মেসি কেবল একজন ফুটবলার নন; তিনি এক অলৌকিক সত্তা। আর্জেন্টিনা দলের প্রতিটি আক্রমণ; প্রতিটি গোল যেন এই অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের ব্যক্তিগত জয়। আলবিসেলেস্তদের প্রথম ম্যাচের পর বুয়েন্স আইরেসের ওবেলিস্ক চত্বর বা রোজারিওর রাস্তায় যে জনসমুদ্র দেখা গেছে; তা প্রমাণ করে ফুটবল লাতিন আমেরিকায় কতটা মনস্তাত্ত্বিক। দারিদ্র্য; রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা অর্থনৈতিক আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। কলম্বিয়া এবং প্যারাগুয়ের মতো দলগুলো যখন হামেস রদ্রিগেজ বা তরুন বা তরুন তুর্কিদের ওপর ভর করে মূল মঞ্চে জায়গা করে নিল; তখন বোঝা গেল এই মহাদেশের ফুটবলের গভীরতা কতটা। ইকুয়েডরও পিছিয়ে নেই। লাতিনা আমেরিকার দর্শকদের আগ্রহ কেবল আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলেই সীমাবদ্ধ নয়; উরুগুয়ের মতো প্রথম বিশ্বকাপজয়ীদের ঐতিহ্য বা কলম্বিয়ার লড়াকু ফুটবল এই অঞ্চলের দর্শকদের ফুটবলীয় অহংকারকে টিকিয়ে রাখে।

এবারের বিশ্বকাপের ভেন্যু নির্বাচন লাতিন আমেরিকার দর্শকদের উন্মাদনাকে আরোও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস; মিয়ামি বা নিউ ইয়র্কের মত শহরগুলোতে বিপুল সংখ্যক লাতিন আমেরিকান অভিবাসীদের বসবাস। মিয়ামির বেফ্রন্ট পার্ক বা লস এঞ্জেলসের মেমোরিয়াল কলোসিয়ামের ফ্যান ফেস্ট গুলো কার্যত মিনি-সম্পদ। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলকে এক নতুন যুগে নিয়ে গেছে— যেখানে ৪৮ টি দল; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পপ সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। কিন্তু এই সমস্ত আধুনিকতার চাকচিক্যের মাঝেও বিশ্বকাপের আসল প্রাণ ভোমরা লুকিয়ে আছে লাতিন আমেরিকার দর্শকদের সেই আদিম এবং অকৃত্রিম ফুটবল ভালোবাসার মধ্যে। পেলে-ম্যারাডোনার উত্তরাধিকার বহন করা এই মহাদেশের মানুষের কাছে বিশ্বকাপ কেবল একটি ট্রফি জয়ের লড়াই নয়; এটি তাদের অস্তিত্বের লড়াই; তাদের ঐতিহ্যের উদযাপন। আগামী দিনগুলোতে মাঠের লড়াই যতই জমবে; লাতিন আমেরিকার ফুটবল উন্মাদনার পারদ যে বিশ্ববাসীকে আরও বেশি মোহিত করবে; তা বলাই বাহুল্য। আর এখানেই ফুটবল নামক খেলাটির চিরন্তন সার্থকতা।

তমলুক ; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

রবিবার উমাকান্ত এলামনির উদ্যোগে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে নেতাদের বার্তা: সুস্থ জীবন, মানসিক প্রশান্তি ও সক্রিয় বার্ধক্যের জন্য যোগ অপরিহার্য

নয়াদিল্লি/মুম্বই/লেহ, ২১ জুন (আইএএনএস): ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগের গুরুত্ব তুলে ধরলেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের শীর্ষ ব্যক্তিত্বরা। তাঁরা একবাক্যে বলেন, যোগ শুধু শরীরচর্চা নয়, বরং সুস্থ জীবন, মানসিক প্রশান্তি এবং সক্রিয় বার্ধক্যের অন্যতম ভিত্তি।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস মুম্বইয়ের জুহু বিচে আয়োজিত যোগ দিবস অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বলেন, বর্তমান সময়ে জীবনযাত্রাজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসব রোগ প্রতিরোধে যোগ একটি কার্যকর মহৌষধ।

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নিয়মিত যোগাভ্যাস করেন, তিনি যেকোনও মানসিক পরিস্থিতিতেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হন।" যোগকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল রাখতে নিয়মিত যোগচর্চার পরামর্শ দেন।

এদিকে, ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সুপ্রিম কোর্টে আয়োজিত যোগ দিবস অনুষ্ঠানে বলেন, ব্যস্ত কর্মজীবন ও মানসিক চাপের মধ্যে যোগ মানুষকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

তিনি বলেন, "যোগ মন, শরীর ও আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার একটি চিরন্তন পদ্ধতি। মাত্র কয়েক মিনিটের সচেতন শ্বাস-প্রশ্বাস বা সাধারণ স্ট্রেচিংও মানসিক চাপ সামলানোর ক্ষমতায় বড় পরিবর্তন আনতে পারে।"

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, বছরে একদিন যোগাভ্যাস করলেই হবে না; এর প্রকৃত সুফল পেতে হলে নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন।

লাদাখের লেহ-তে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন যোগকে "মানবজাতির প্রতি ভারতের প্রাচীন উপহার" বলে অভিহিত করেন।

তিনি বলেন, "যোগ কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, এটি এমন একটি সামগ্রিক পদ্ধতি যা শরীরকে সুস্থ রাখে, মনকে শান্ত করে এবং আত্মিক উন্নয়ন ঘটায়।""সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ' প্রতিপাদ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মানুষ প্রবীণ নাগরিক হবেন। তাই দীর্ঘায়ুর সঙ্গে সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আসোলা-ভাটি ব্লু লেক এলাকায় শত শত মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস করেন। তিনি বলেন, "দিল্লিকে সুস্থ, সক্রিয় ও চাপমুক্ত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র উদ্যোগে যোগ আজ বিশ্বব্যাপী গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রাজস্থানে আয়োজিত গণ-যোগাভ্যাসে অংশ নিয়ে বলেন, "যোগ ভারতের অমূল্য ঐতিহ্য, যা আজ গোটা বিশ্ব গ্রহণ করেছে।"

তিনি বলেন, নিয়মিত যোগচর্চা মানুষকে শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে দৃঢ় এবং ইতিবাচক থাকতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে, গুজরাট বিজেপির সভাপতি জগদীশ বিশ্বকর্মা আহমেদাবাদের সবরমতি রিভারফ্রন্ট-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রচেষ্টাতেই যোগ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে।

তিনি বলেন, "যোগ শুধুমাত্র শরীরচর্চা নয়, এটি এমন এক জীবনদর্শন যা শরীর, মন ও আত্মার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে।"

এদিকে, নীতি আয়োগ-ও 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক কুমার লাহিড়ী-সহ অন্যান্য সদস্য ও আধিকারিকরা।

তাঁরা বলেন, যোগ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আবেগগত সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জীবনীশক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করে।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে জাতিসংঘে ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগব্যায়াম" সব বয়সের মানুষের জন্য যোগের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।

ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অমূল্য উপহার যোগ: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

জবলপুর, ২১ জুন (আইএএনএস): ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের গ্যারিসন গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক বৃহৎ যোগ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন রাষ্ট্রপতি। রবিবার অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি নাগরিকদের সুস্থ ও সুষম জীবনযাপনের জন্য যোগচর্চা গ্রহণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী অম্বিকাপুরে আয়োজিত সমান্তরাল কর্মসূচিতে যোগ দেন।

এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'সুস্থ প্রবীণদের জন্য যোগ', যা সকল বয়সের মানুষের, বিশেষ করে প্রবীণদের সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে যোগের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু দেশ-বিদেশের সকল যোগসাধককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, জবলপুরের এই পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। দেশে ও বিদেশে থাকা সকল যোগপ্রেমীকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। যোগ মানবজাতিকে সুস্থ, সুষম এবং অর্থবহ জীবনের পথ দেখিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি যোগকে ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের "অমূল্য উপহার" হিসেবে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত যোগ শরীর, মন ও আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে, যা ভারতীয় শাস্ত্র ও দর্শনের অন্যতম মূল ভিত্তি।

তিনি আরও বলেন, যোগের প্রকৃত অর্থ হলো সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া। এটি সমগ্র মানবজাতিকে বৈশ্বিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করার এক শক্তিশালী মাধ্যম।

বর্তমান বিশ্বের নানা সংকট ও চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গ তুলে রাষ্ট্রপতি বলেন, যোগ মানবতাকে শান্তি, ভারসাম্য, সম্প্রীতি এবং সামষ্টিক কল্যাণের পথে পরিচালিত করে।

রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, জাতিসংঘ ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকে সারা বিশ্বে যোগচর্চা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও যোগকে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির "অমূল্য ঐতিহ্য" হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি মহর্ষি পতঞ্জলির প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গ যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এটি কেবল শারীরিক সুস্থতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং শরীর, মন ও আত্মার সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে।

তিনি বলেন, নিয়মিত যোগাভ্যাসের মাধ্যমে আমরা সুস্থ শরীর, শান্ত মন এবং আনন্দময়, সুষম জীবন অর্জন করতে পারি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের শত শত মানুষ একসঙ্গে যোগাসন অনুশীলন করেন।

এতে ঐক্য, সুস্থতা ও ইতিবাচকতার এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে প্রবীণদের জন্য যোগের উপযোগিতা তুলে ধরে এ বছরের প্রতিপাদ্য তাদের চলাফেরার সক্ষমতা, মানসিক স্বচ্ছতা এবং আবেগগত ভারসাম্য বজায় রাখতে যোগের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

ফাদার্স ডে-তে সুনীল দত্তকে স্মরণ করে আবেগঘন শ্রদ্ধা প্রিয়ার, 'তাঁর মূল্যবোধ আজও আমাকে অনুপ্রাণিত করে'

মুম্বই, ২১ জুন (আইএএনএস): ফাদার্স ডে উপলক্ষে প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ -কে স্মরণ করে আবেগঘন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁর কন্যা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তিনি বাবার প্রতি ভালোবাসা, তাঁর আদর্শ ও জীবনের শিক্ষা তুলে ধরে একটি হৃদয়স্পর্শী বার্তা শেয়ার করেছেন।

প্রিয়া দত্ত তাঁর পরিবারের বেশ কয়েকটি বিরল সাদা-কালো ছবি পোস্ট করেন। ছবিগুলোর একটিতে দেখা যায় সুনীল দত্ত তাঁর স্ত্রীকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর স্ত্রী কোলে করে রয়েছেন ছোট্ট প্রিয়াকে। অন্য একটি ছবিতে প্রিয়ার স্বামী ওয়েনকে তাঁদের দুই পুত্রের সঙ্গে দেখা যায়।

ছবিগুলোর সঙ্গে প্রিয়া লেখেন, ফাদার্স ডে-তে আমার হৃদয় দুইজন বিশেষ মানুষের সঙ্গে রয়েছে। আমার বাবা সুনীল দত্ত, যার ভালোবাসা ও মূল্যবোধ তাঁর প্রয়াণের বহু বছর পরও আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আর আমার স্বামী ওয়েন, যিনি সবসময় আমার পাশে থেকেছেন এবং আমাদের সন্তানদের একজন অসাধারণ বাবা। একজন আমাকে জীবনের ভিত্তি দিয়েছেন, আর অন্যজন জীবনের পথে আমার পাশে হেঁটেছেন। দু'জনেই মহান বাবা। বাবা দিবসের শুভেচ্ছা।

প্রিয়া দত্ত প্রায়ই সামাজিক মাধ্যমে তাঁর বাবাকে স্মরণ করে পোস্ট করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকার ও মানবিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এর আগে সুনীল দত্তের জন্মবার্ষিকীতেও তিনি একটি আবেগঘন বার্তা শেয়ার করেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, শুভ জন্মদিন, বাবা। কিছু মানুষ আছেন, যাদের উপস্থিতি কখনও আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় না, সময় যতই পেরিয়ে যাক না কেন। আপনি আমার জীবনে সেই উপস্থিতি। আপনি আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, যে মূল্যবোধে জীবন কাটিয়েছেন এবং যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আজও প্রতিদিন আমাকে পথ দেখায়।

তিনি আরও লেখেন, আজ আপনার জন্মবার্ষিকীতে আমি শুধু আপনার অসাধারণ জীবনকেই স্মরণ করছি না, বরং সেই ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং মানবিকতাকেও উদযাপন করছি, যা আপনি উদারভাবে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি আপনাকে গভীরভাবে মিস করি, তবে আপনার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কথোপকথন এবং প্রতিটি স্মৃতির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। চিরকাল আপনার মেয়ে, চিরকাল গর্বিত, চিরকাল কৃতজ্ঞ। ভালোবাসি আপনাকে, বাবা।

উল্লেখ্য, সুনীল দত্ত ২০০৫ সালের ২৫ মে মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত তাঁর বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগৎ ও জনজীবনে তাঁর অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

শিলংয়ে ১,০০০ সেনা ও বায়ুসেনা সদস্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করলেন রাজনাথ সিং

শিলং, ২১ জুন (আইএএনএস): আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে মেঘালয়ের শিলংয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সদর দপ্তরে প্রায় ১,০০০ জন সেনা ও বায়ুসেনা সদস্যের সঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি যোগের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক সুস্থতা এবং আবেগগত দৃঢ়তা বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কনরাড কে. সাংমা, এ.পি. সিং, ইন্দরপাল সিং ওয়ালিয়া এবং মোহিত ওয়াধওয়া-সহ প্রতিরক্ষা বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা।

সমবেত সেনা সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, "যোগ শুধুমাত্র একটি ব্যায়াম নয়। এটি একটি সামগ্রিক বিজ্ঞান এবং জীবনযাপনের এক বিশেষ পদ্ধতি, যা মানুষকে আত্মিক স্থিতিশীলতা, মানসিক স্বচ্ছতা ও আবেগগত দৃঢ়তার পথে পরিচালিত করে।"

তিনি আরও বলেন, যোগ মানুষকে নিজের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে এবং পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করে। তাঁর মতে, যোগ এখন একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে এবং এর পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই যোগ আজ বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি যোগকে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের শক্তিশালী প্রতিফলন বলেও উল্লেখ করেন।

রাজনাথ সিং দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রত্যেকের উচিত যোগকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলা। কারণ সুস্থ শরীর ও শান্ত মনই একটি শক্তিশালী জাতি গঠনের ভিত্তি।

শিলংয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিতরা কলকাতার ঐতিহাসিক উত্রত্ব উদ্রথত্ব থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ভাষণও সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে দেখেন। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অগ্রবর্তী সামরিক ঘাঁটিতেও যোগ দিবস উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিকে, নয়াদিল্লির জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন অনিল চৌহান। অনুষ্ঠানে অংশ নেন আশুতোষ দীক্ষিত-সহ সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারাও যোগাভ্যাসে অংশ নেন।

এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ'। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১০,০০০-এরও বেশি প্রতিরক্ষা হিসাব দপ্তরের কর্মী ভার্চুয়াল গণ-যোগাভ্যাসে অংশ নিয়ে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বার্তা ছড়িয়ে দেন।

বিধানসভা নির্বাচনের জনরায়কে সম্মান জানিয়ে পদত্যাগ, শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের ৮ সদস্যের ইস্তফা

কলকাতা, ২১ জুন (আইএএনএস): উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর এলাকার শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান অরুণ কুমার ঘোষ-সহ দলের মোট আটজন সদস্য তাঁদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এর ফলে পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তিতে উল্লেখযোগ্য ধাক্কা লাগল।

রবিবার তাঁরা ব্যারাকপুর ব্লক-২-এর বিডিও অফিসে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পদত্যাগী প্রধান অরুণ কুমার ঘোষ দাবি করেন, সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে জনগণ যে রায় দিয়েছেন, সেই রায়কে সম্মান জানিয়েই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিকে, উত্তর ২৪ পরগনারই নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক চট্টোপাধ্যায়ও শনিবার রাতে ই-মেলের মাধ্যমে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। এর আগে ওই পুরসভার দু'জন কাউন্সিলরও পদত্যাগ করেছিলেন।

বর্তমানে শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৩০টি আসনের মধ্যে ২৯ জন সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪, বিজেপির ৩ এবং বামফ্রন্টের ২ জন। রবিবার প্রধান-সহ আটজন তৃণমূল সদস্যের পদত্যাগের ফলে পঞ্চায়েতের সমীকরণে বড় পরিবর্তন এল।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অরুণ কুমার ঘোষ বলেন, "এই এলাকার মানুষ বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তাই জনরায়কে সম্মান জানিয়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" পাশাপাশি তিনি ইঙ্গিত দেন, আগামী দিনে আরও কয়েকজন তৃণমূল সদস্য পদত্যাগ করতে পারেন।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে একের পর এক স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। কয়েকদিন আগেই শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকটবর্তী মোহনপুর পঞ্চায়েত এবং ব্যারাকপুর পুরসভার বোর্ড ভেঙে গিয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন পুরনিগম, পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের পদত্যাগের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। এর জেরে বর্ষাকালে একাধিক এলাকায় নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

অনলাইন ক্রিকেট বেটিং চক্রের পর্দাফাঁস, দিল্লি পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (আইএএনএস): অনলাইন ক্রিকেট বেটিং চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ। রাজধানীতে একটি অবৈধ অনলাইন বেটিং র‍্যাকেটের হদিস পেয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার এক সরকারি বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

দিল্লি পুলিশের শাহদারা জেলার স্পেশাল স্টাফের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ইন্সপেক্টর আশিস কুমারের নেতৃত্বে এবং এসিপি (অপারেশনস) মোহিন্দর সিংয়ের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। পরে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় হানা দিয়ে দুই অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরা হয়।

তদন্তকারীদের দাবি, অভিযানের সময় বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত আইসিসি টি-২০ ম্যাচ চলাকালীন ওই দুই ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে অনলাইন বেটিং পরিচালনা করছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, এক অভিযুক্ত ল্যাপটপে একটি বিশেষ বেটিং ক্যালকুলেটর অ্যাপ ব্যবহার করে বাজির হিসাব ও লেনদেনের রেকর্ড সংরক্ষণ করছিল। অন্য অভিযুক্ত মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ম্যাচের লাইভ স্ট্রিমিং দেখিয়ে মোবাইল ফোনে বাজি গ্রহণ করছিল।

গ্রেফতার হওয়া দুই ব্যক্তির নাম অক্ষয় (৪৮) এবং সুনীল দত্ত (৩২)। দু"জনেই দিল্লির জিটিবি এনক্লেভ এলাকার বাসিন্দা।

জেরায় অক্ষয় স্বীকার করেছে যে, সে ল্যাপটপ ব্যবহার করে বেটিং সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ পরিচালনা করত। অন্যদিকে, সুনীল দত্ত জানিয়েছে, সে 'ক্রিকেট গুরু' অ্যাপের মাধ্যমে ম্যাচের লাইভ স্ট্রিমিং করে বাজির কার্যকলাপ পরিচালনা করত।

অভিযানের সময় বেটিং চক্রে ব্যবহৃত সমস্ত ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি ল্যাপটপ, তিনটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ চার্জার, দুটি মোবাইল চার্জার এবং একটি ডায়েরি।

এই ঘটনায় সিমাপুরি থানায় দিল্লি পাবলিক গ্যাম্বলিং অ্যাক্ট, ১৯৫৫-এর ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ধারায় ১৯ জুন এফআইআর (নং ৪০৫/২৬) দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই অবৈধ বেটিং নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে এবং আর্থিক লেনদেনের উৎস খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে।

উল্লেখ্য, গত মাসে আইপিএল-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি বৃহৎ অবৈধ ক্রিকেট বেটিং চক্র এবং তার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ পাচারের অভিযোগে অসম ও নয়াদিল্লির একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। ২৬ মে রাতে শুরু হওয়া সেই অভিযান গৌহাটি, তিনসুকিয়া এবং দিল্লির বিভিন্ন স্থানে সারা রাত ধরে চলেছিল।

ইউরোপিয়ান বক্সিং গ্রাঁ প্রি-তে ভারতের দাপট, ৮টি সোনা-সহ মোট ১২টি পদক জয়

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (আইএএনএস): চেক প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত ৫৬তম গ্রাঁ প্রি উস্তি নাদ লাবেম (ইউরোপিয়ান বক্সিং গোল্ড টুর্নামেন্ট)-এ দুর্দান্ত সাফল্য পেল ভারত। প্রতিযোগিতা শেষে ভারতীয় বক্সাররা মোট ১২টি পদক জিতেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ৮টি সোনা, ৩টি রুপো এবং ১টি ব্রোঞ্জ। চলতি মরশুমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এটি ভারতের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স।

ভারতীয় মহিলা দল সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করে। পাঁচজন বক্সারের মধ্যে চারজন সোনা এবং একজন রুপোর পদক জেতেন।

লাভলিনা বোরগোহাইন (৭৫ কেজি), প্রীতি পাওয়ার (৫৪ কেজি), সাক্ষী (৫১ কেজি) এবং প্রিয়া (৬০ কেজি) নিজেদের ফাইনালে সর্বসম্মত ব্যবধানে জয়ী হয়ে সোনা জেতেন। অন্যদিকে পারভীন (৬৫ কেজি) রুপোর পদক লাভ করেন।

পুরুষ বিভাগেও সমান সাফল্য আসে। জাদুমণি সিং মান্দেংবাম (৫৫ কেজি), শচীন (৬০ কেজি), অঙ্কুশ (৮০ কেজি) এবং নরেন্দ্র (৯০ কেজি) নিজেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনা জেতেন।

ভারতীয় বক্সিং দলের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে অজয় সিং বলেন, "শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আটটি সোনা ও তিনটি রুপো জয় একটি অসাধারণ কৃতিত্ব। এটি আমাদের বক্সারদের নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও লড়াকু মানসিকতার প্রতিফলন।"

তিনি বিশেষভাবে মহিলা দলের প্রশংসা করে বলেন, মাত্র পাঁচজন বক্সার নিয়ে চারটি সোনা ও একটি রুপো জয় ভারতীয় বক্সিংয়ের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

ফাইনালে লাভলিনা ইতালির মেলিসা জেমিনি-কে ৫-০ ব্যবধানে হারান। প্রীতি পাওয়ারও ফ্রান্সের জেইসা মার্সেল-কে একই ব্যবধানে পরাজিত করেন। সাক্ষী ফ্রান্সের মেসুন বুরেগা-র বিরুদ্ধে ৫-০ ব্যবধানে জয় পান এবং প্রিয়া আয়োজক দেশের বারবারা ম্যাক্সোভা-কে হারিয়ে সোনা নিশ্চিত করেন।

পুরুষদের মধ্যে যাদুমণি ইংল্যান্ডের আব্দুল বার্টন-কে ৪-১ ব্যবধানে হারান। সচিন ও অঙ্কুশ যথাক্রমে হাঙ্গেরির ভেরেস রোহল্যান্ড এবং চেক প্রজাতন্ত্রের ফ্লোরিয়ান ড্যানিয়েল-কে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করেন। হেভিওয়েট ফাইনালে নরেন্দর আর্মেনিয়ার ডেভিড চালোয়ান-কে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে সোনা জেতেন।

এছাড়া আদিত্য প্রতাপ যাদব (৬৫ কেজি) এবং কপিল পোখারিয়া (৯০ কেজি) ফাইনালে অল্প ব্যবধানে হেরে রুপোর পদক পান। সুমিত কুন্ডু (৭০ কেজি) ভারতের হয়ে একমাত্র ব্রোঞ্জ পদক জেতেন।

ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ বক্সিং প্রতিযোগিতা হিসেবে পরিচিত উস্তি নাদ লাবেম গ্রাঁ প্রি। ২০২৬ সালে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিতব্য কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা ভারতীয় বক্সারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশ্বজুড়ে ভারতীয় মিশনের উদ্যোগ, বিভিন্ন দেশে আয়োজিত বিশেষ যোগ সেশন

লন্ডন, ২১ জুন (আইএএনএস): ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলির উদ্যোগে বিশেষ যোগ সেশনের আয়োজন করা হয়। 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিগুলিতে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

যুক্তরাজ্যে যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাই কমিশন লন্ডনের স্ট্র্যান্ড এলাকায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্যাপন করে। অনুষ্ঠানে ভারতের হাইকমিশনার পি. কুমারান বলেন, দ্রুতগতির আধুনিক জীবনে যোগের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের অন্যতম পথ।

তিনি উল্লেখ করেন, যোগ এমন একটি চর্চা যা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং সামগ্রিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

ফিজির রাজধানী সুভা-তেও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভারতের হাইকমিশনার সুনীত মেহতা এবং বহু যোগপ্রেমী। চীনের সাংহাইয়ে ভারতের কনসাল জেনারেল প্রতীক মাথুর-এর উদ্যোগে বুন্ড ফাইন্যান্স সেন্টার-এ আয়োজিত যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ জন অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ, ভারতীয় প্রবাসী, যোগচর্চাকারী এবং চীনে ভারতের বন্ধুরা।

অনুষ্ঠানে যোগের পাশাপাশি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও তুলে ধরা হয়। পরিবেশিত হয় মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী খোংজোম লাল অবলম্বনে নৃত্য এবং বিশিষ্ট বাঁশিবাদক রজত প্রসন্ন-র শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনা।

এছাড়া, প্রাক্তন রাষ্ট্রসংঘ আবাসিক সমন্বয়ক সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি যোগের উপকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং তাঁর একটি বইয়েরও উদ্বোধন করা হয়। ব্রুনেইতেও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কূটনীতিক, স্থানীয় নাগরিক, ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্য এবং যোগপ্রেমীরা অংশগ্রহণ করেন। ভারতের হাইকমিশনার রামু আব্বাগানি বলেন, "যোগ মনকে আমাদের বন্ধুতে পরিণত করে এবং জীবনের প্রতিকূলতার মধ্যেও আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।"

বাংলাদেশে বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন-এর উদ্যোগে আয়োজিত যোগ সেশনে অংশ নেন যোগপ্রেমী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় প্রবাসী এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট নাগরিকরা।

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো-র ঐতিহাসিক স্বাধীনতা চত্বর-এ ভারতের হাইকমিশনের আয়োজনে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার মন্ত্রী, উপ-স্পিকার, সাংসদ এবং অসংখ্য যোগপ্রেমী অংশ নেন। জাপানেও ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। টোকিওর সুকিজি হংগান-জি মন্দির-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ২,১০০-রও বেশি মানুষ যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত নাগমা মল্লিক।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৭৫টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

রাজ্যব্যাপী যোগা দিবস পালিত

● আটের পাতার পর ড. পি. কে. চক্রবর্তী, আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটরগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যাগণ সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ এবং ক্রীড়াবিদগণ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত সকলে যোগ ব্যায়াম অনুশীলন করেন।
‘যোগা সুস্থ সমাজের জীবনরেখা’এই বার্তাকে সামনে রেখে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের উদ্যোগে পালিত হল ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। চড়িলামস্থিত ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি বিদ্যা জ্যোতি স্কুলের হলঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রবিবার সকালে অংশগ্রহণ করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।
অনুষ্ঠানে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে যোগচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। রাজ্যপাল যোগব্যায়ামকে সুস্থ জীবনযাপন এবং একটি সচেতন ও শক্তিশালী সমাজ গঠনের অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন।
এদিন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে মোহনপুরে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে যোগচর্চার মাধ্যমে সুস্থ ও সচেতন জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। মহকুমা প্রশাসন এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মোহনপুর ডিভিশনের উদ্যোগে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠান শেষে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে কৃষিমন্ত্রী লেখেন, “যোগ কেবল শরীরচর্চা নয়, এটি আত্মশক্তি, শৃঙ্খলা ও সুস্থ জীবনের এক চিরন্তন সাধনা। প্রতিটি শ্বাসে, প্রতিটি আসনে লুকিয়ে থাকে সুস্থ, সচেতন ও সুষম জীবনের বার্তা।”

তিনি আরও বলেন, ভারতীয় ঐতিহ্যের এই অমূল্য উপহারকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর উদ্যোগেই যোগ আজ বিশ্বজনীন স্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। সকলকে দৈনন্দিন জীবনে যোগচর্চাকে অন্তর্ভুক্ত করে সুস্থ শরীর, নির্মল মন এবং শক্তিশালী জাতি গঠনের অভিযাত্রায় সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
এদিন মোহনপুরের তুলাবাগানে ভারতীয় জনতা পার্টির ২-মোহনপুর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। সেখানে দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশ নিয়ে তিনি স্বাস্থ্যসচেতন জীবনধারার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
‘সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগব্যায়াম’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খোয়াইয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হল ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। খোয়াই জেলার প্রাণকেন্দ্র সুভাষ পার্ক কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন তিনি উপস্থিত সকলের সঙ্গে যোগাভ্যাসেও অংশগ্রহণ করেন।
“সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগব্যায়াম” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আগরতলার এনএসআরসিসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত যোগ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন প্রদেশ সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেব রায়। অনুষ্ঠানে যোগচর্চার মাধ্যমে সুস্থ, সচেতন ও সুষম জীবনধারা গড়ে তোলার বার্তা তুলে ধরা হয়।
এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ও আসাম প্রদেশের সংগঠন মহামন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু, বিধায়ক ভগবান দাসসহ দলের অন্যান্য নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সামূহিক যোগাভ্যাসের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা রক্ষায় যোগব্যায়ামের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
বক্তারা বলেন, নিয়মিত যোগচর্চা শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, মানসিক প্রশান্তি ও ইতিবাচক জীবনবোধ গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল লক্ষ্যই হলো সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং যোগব্যায়ামকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলা। উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক যোগপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিপুল সংখ্যক যোগপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, যোগা আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্বাস্থ্যের জন্য এক অনবদ্য সাধনা। সুস্থ শরীর ও প্রশান্ত মন গঠনে নিয়মিত যোগচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।
‘সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ ব্যায়াম’এই বিশেষ স্লোগানকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গোমতী জেলাতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস।
রবিবার সকালে উদয়পুরে যোগ ব্যায়ামের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুরের ঐতিহাসিক জগন্নাথ দীঘির উত্তর পাড়ের সুসজ্জিত পার্কে। গোমতী জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং গোমতী জেলা প্রশাসন, গোমতী জেলা পরিষদ ও উদয়পুর পুর পরিষদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। বিভিন্ন যোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় স্কুল এবং সরকারি-বেসরকারি দপ্তর থেকে আসা ৮৫০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এই মেগা যোগা শিবিরে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশ নেন।
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে সকলকে নিয়মিত যোগচর্চার আহ্বান জানালেন ত্রিপুরা বিধানসভার বর্তমান উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় তিনি বলেন, যোগ শুধু একটি ব্যায়াম নয়, এটি একটি সুস্থ, সচেতন ও সুষম জীবনের পথ।
নীরোগ ও সুস্থ দেহ, নির্মল মন এবং আত্মিক বিকাশের জন্য যোগাভ্যাস অন্যতম। ভারতীয় সংস্কৃতির এই চিরন্তন সাধনা আমাদের সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ জীবনের পথপ্রদর্শক। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা দিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।
“আরোগ্যং পরমং ভাগ্যং, স্বাস্থ্যং সর্বার্থসাধনম এই মন্ত্রকে সামনে রেখে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে আয়োজিত জেলা-ভিত্তিক যোগ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বিশালগড় মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত যোগ শিবিরে অংশগ্রহণ করে সুস্থ ও সুষম জীবন গঠনে নিয়মিত যোগাভ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার ত্রিপুরা প্রদেশ সভানেত্রী মিমি মজুমদারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়। এরপর যোগ প্রদর্শনী এবং আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহন করেন।
সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সি.বি.সি)-র আগরতলা ফিল্ড অফিস উদ্যোগে আজ আগরতলার বেলতলী, রোড নং এগারসিত এ.ডি নগরের ত্রিবেণী সংঘে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয়েছে।যোগ প্রশিক্ষক জয়দীপ শর্মা যোগ সেশনটি পরিচালনা করেন, যিনি অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন যোগাসন, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম এবং নানা শিথিলায়ন পদ্ধতি অনুশীলন করান।
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে অবস্থিত ঐতিহাসিক ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর উপর বিশেষ যোগচর্চা কর্মসূচির আয়োজন করল বিএসএফের ১১৪ ব্যাটালিয়নের ‘এফ’ কোম্পানি। রবিবার অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিএসএফের জওয়ানরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন যোগাসন ও প্রণায়াম অনুশীলন করেন।
সুস্থ বার্ধক্যের আহ্বানে যোগ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় সাবরুমে।১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমের শ্রী শ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দিরে আয়োজিত হলো এক বর্ণাঢ্য ”যোগ মহোৎসব”। পতঞ্জলি যোগ পীঠের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই বিশেষ কর্মসূচির মূল বিষয়বস্তু ছিল ‘সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ’। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম রামঠাকুর আশ্রমের সম্পাদক মৃদুল জনপতি সহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অসংখ্য অনুগামী।

নতুন দায়িত্বে দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস

● আটের পাতার পর
ঘটনার প্রতিবাদে কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।
তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যে আন্দোলন করতে গিয়ে যুব কংগ্রেসের কর্মীরা পুলিশের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির বিষয়েও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির মধ্যে রয়েছেন।
নবনিযুক্ত জেলা সভানেত্রী জানান, প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী দিনে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস বিজেপি সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন ও কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এসব কর্মসূচি সফল করতে তিনি দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস নেতা মিলন কর, জেলা সেবা দলের চেয়ারম্যান, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অজিতাভ মজুমদার, জেলা ওবিসি সেলের সভাপতি গৌতম দেবনাথ, বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদারসহ জেলা ও ব্লক স্তরের অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

ডিওয়াইএফআই-এর বিভাগীয় সম্মেলনকে

● আটের পাতার পর
কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
ডিওয়াইএফআই-এর উদয়পুর বিভাগীয় সম্পাদক বলেন, রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তাহীনতা, নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি, বিভিন্ন মাধ্যমে মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনা এবং কর্মসংস্থানের অভাবে যুব সমাজের হতাশা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। বেকার যুবকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।
এই সকল সমস্যার প্রতিবাদ জানাতেই বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির উদ্যোগে এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, আগামী ২৮ জুন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের (ডিওয়াইএফআই) ২০তম উদয়পুর বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সেই সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এদিনের বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুনর্বাসন ছাড়া মন্ত্রীবাড়ি রোডে

● প্রথম পাতার পর
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতেই তাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বেচ্ছায় নিজেদের দোকান ভেঙে দিতে সম্মত হন এবং অনেকেই নিজ উদ্যোগে দোকান সরিয়ে নিচ্ছেন।
তবে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত তাঁদের জন্য কোনো বিকল্প ব্যবসায়িক স্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে দীর্ঘদিনের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা চরম অনিশ্চয়তা ও আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন। জীবন-জীবিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।
এদিকে, শহর উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের স্বার্থে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চললেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রঞ্জিতনগরে যুবকের

● প্রথম পাতার পর
ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দাবি জানিয়েছে পরিবার। অন্যদিকে, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুভজিৎ নেশা সেবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তবে পুলিশ এখনই কোনো সম্ভাবনাকে উড়িয়ে না দিয়ে সবদিক খতিয়ে দেখছে।
পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ।

সুস্থ জীবন যাপনের

● প্রথম পাতার পর
আলোচনায় আমরা সবাই জানি ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইউনাইটেড ন্যাশন্সের জেনারেল এসেম্বলিতে ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসেবে উদযাপন করার প্রস্তাব রাখেন। এরপর একযোগে প্রায় ১৭৭টি দেশ তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করে। যা কোনরকম ভোটাভুটি ছাড়া পাস হয়ে যায়। এখন অনেক দেশেই এই আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হয়। এবারের যোগার থিম হচ্ছে যোগা ফর হেলথি এজিং। মূলত, যারা বয়স্ক ব্যক্তি তারা যাতে যোগা চর্চা করেন সেই উদ্দেশ্যেই এই থিম রাখা হয়েছে। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যোগা চর্চার প্রয়োজন অপরিসীম। আমরা সবাই জানি যোগা চর্চার মাধ্যমে শরীর ও মনকে মজবুত রাখা যায়। এতে মন শরীর ও প্রকৃতির সঙ্গে একটা সমন্বয় তৈরি হয়।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিগণ যোগা ব্যায়াম চর্চা করে আসছেন। যারাই যোগা চর্চা নিয়মিত করেন তাদের মধ্যে রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। তাই আমরা কেন যোগা চর্চা করবো না? যদিও আজকালকার ছেলেমেয়েদের মোবাইলে বেশি নজর থাকে। সেক্ষেত্রে যোগা চর্চা করলে অধিক ভালো হবে। সকলের কাছে আমার আবেদন থাকবে যাতে প্রত্যেকে নিয়মিত যোগা চর্চা করেন। নিয়মিত যোগা চর্চা করলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। এতে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হয়, শরীরের পেশিও নমনীয় হয়। যোগা চর্চার মাধ্যমে আমাদের শরীরে অনেক উপকার হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। ধ্যান ও প্রানায়ামের মাধ্যমে মানসিক চাপ থেকেও অনেকটা মুক্ত থাকা যায়। ছাত্রছাত্রীদের মনসংযোগ ঠিক রাখতে যোগা চর্চার খুবই প্রয়োজন।
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা তাঁর বক্তব্যে বলেন, এখন শুধু ভারতবর্ষে যোগার প্রসার হচ্ছে না, আন্তর্জাতিক স্তরেও মানুষ যোগার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে যোগার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। এজন্য আমি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি যেভাবে ভারতবর্ষকে মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস, আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পর্কে বুঝানো এবং প্রচার ও প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করছেন। যোগার মাধ্যমে আমাদের অবসাদ দূর হয় এবং কাজ করার অনুপ্রেরণা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে মারণব্যাধি থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা এখন যোগা সহ বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ভালো ফল করছে।
অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী, পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। পরে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ যোগা চর্চায় সামিল হন।

জলে ডুবে মৃত্যু শিশুর

● প্রথম পাতার পর
নিয়ে যান। জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকরাও পরীক্ষার পর রোশনিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
রবিবার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর শিশুকন্যার মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এলাকাবাসীর মধ্যেও গভীর শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে।

ঘন্টাখানেকের বৃষ্টিতে

● প্রথম পাতার পর
গণরাজ চৌমুহনী এলাকায় প্রবল বৃষ্টির সময় একটি বিশাল আকৃতির গাছ ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে জেসিবি মেশিনের সাহায্যে গাছ অপসারণ ও রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেন। দ্রুত পদক্ষেপের ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শহরবাসী। তাঁদের অভিযোগ, নিকাশি ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই প্রতি বর্ষায় একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

নিজেই নিজের বিয়ে রুখে দিল

● প্রথম পাতার পর
ওই কিশোরী। শনিবার সন্ধ্যায় অভিযোগ পাওয়ার পর রবিবার সকালে নাবালিকার বাড়িতে পৌঁছে যায় ঊনকোটি জেলার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা।
চাইল্ড লাইনের কর্মীরা নাবালিকার বাবার সঙ্গে কথা বলে বিয়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে পরবর্তীতে নাবালিকার স্কুল ব্যাগ তল্লাশি করে বিয়ের বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করা হয় বলে জানা গেছে। এরপর পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে নাবালিকাকে সুরক্ষার স্বার্থে কৈলাসহরের ওয়ান স্টপ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়।
চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি)-তে আলোচনা করা হবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাবালিকার নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের স্বার্থে তাকে একটি সুরক্ষিত হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হতে পারে।
নাবালিকার এই সাহসী পদক্ষেপ বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। শিশু অধিকার কর্মীদের মতে, বিপদের মুহূর্তে ১০৯৮ হেল্পলাইনের ব্যবহার আরও অনেক শিশুকে এমন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

আট বছর পর বিশালগড় বার

● প্রথম পাতার পর
অভিযোগ, শাসকদল-ঘনিষ্ঠ আইনজীবীরা মনোনয়নের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে বার অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন পদে থেকে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করে রেখেছিলেন। তবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলায় সাধারণ সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ ও সন্তোষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানান।
বার অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৭ জুন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর দুপুর ২টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। বিশালগড় বার অ্যাসোসিয়েশনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫৩ জন।
এবারের নির্বাচনে সম্পাদক পদে শাসকদল-সমর্থিত প্রার্থী সুমন ভৌমিকের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাকির হোসেন। এছাড়াও ট্রেজারার পদে তপন রায়ের বিরুদ্ধে মহেশ্বর দেববর্মা এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার পদে আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে রাজেশ দেববর্মা নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করছেন। জাকির হোসেনের অভিযোগ, শাসকদল-সমর্থিত প্রার্থীরা কোনও সুস্পষ্ট কর্মসূচি বা এজেন্ডা ছাড়াই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে, নির্দল প্রার্থীরা বার অ্যাসোসিয়েশনের উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন।
তিনি জানান, তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে রয়েছে আদালতে পর্যাপ্ত আসন ব্যবস্থা, সদস্যদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, সম্পূর্ণ ওয়াই-ফাই সুবিধা প্রদান, প্রবীণ সদস্যদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা এবং পরিবেশবান্ধব ও সবুজ আদালত চত্বর গড়ে তোলা।
জাকির হোসেনের দাবি, তাঁরা প্রত্যেক ভোটারের কাছে গিয়ে নিজেদের কর্মসূচি তুলে ধরছেন এবং ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন। তাঁর কথায়, “আমরা তিনজন নির্দল প্রার্থীই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। সদস্যদের কাছ থেকে যে সমর্থন পাচ্ছি, তাতে আমরা আত্মবিশ্বাসী।”
তিনি আরও বলেন, “গণতন্ত্রে নির্বাচন অপরিহার্য। কোনও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন নির্বাচন না হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বার অ্যাসোসিয়েশনের মতো প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নির্বাচন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।” তবে জাকির হোসেনের এই অভিযোগ ও দাবির বিষয়ে শাসকদল-সমর্থিত প্রার্থীদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উত্তেজনা। আদালত চত্বর ও আইনজীবী মহলে এখন বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ভোটারদের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই নির্বাচন বার অ্যাসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে

● প্রথম পাতার পর
শুভ দিন। তাই অতীতে কেন যোগকে বাংলার মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আগে রাজ্য সরকারের কোনও সম্পৃক্ততা ছিল না। কেন ছিল না, সেটাও বলতে চাই না। কিন্তু এবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই এ বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস রাজ্যজুড়ে উদ্যাপিত হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এক কোটিরও বেশি মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। ভাষণ পর্ব শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীসহ উপস্থিত সকলেই যোগাভ্যাসে অংশ নেন।

মনীষার মৃত্যুর ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গত ৪ এপ্রিল ধলেশ্বর এলাকায় এক যুবকের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ এবং সম্প্রতি বাধারঘাট এলাকায় এক সরকারি কর্মী ও তাঁর পরিবারের উপর হামলার ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে তোলা হয়েছে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী মনীষা দাসের মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কংগ্রেসের দাবি, ঘটনাটিকে দ্রুত আত্মহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে এবং এতে একাধিক প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। দলটির অভিযোগ, ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য শুধুমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত যথেষ্ট নয়।
প্রদেশ কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেছে, কর্মরত বিচারকের তত্ত্বাবধানে তদন্ত হলে প্রকৃত সত্য সামনে আসবে। একইসঙ্গে ঘটনার বিষয়ে আগাম মন্তব্য করা সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিক ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কংগ্রেস জানিয়েছে, রাজ্যে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার স্বার্থে সরকারকে আরও জবাবদিহিমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে কংগ্রেসের এই অভিযোগগুলির বিষয়ে রাজ্য সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ফল প্রকাশ না হওয়া

● প্রথম পাতার পর
হওয়ায় রবিবার নির্ধারিত পুনঃপরীক্ষার জন্যও তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শনিবার সকালে প্রাতঃরাশ করার পর সানা নিজের ঘরে চলে যান। তাঁর দুই বোন ভেবেছিলেন তিনি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘর থেকে বের না হওয়ায় তাঁরা দরজা খুলে দেখেন সানা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গান্ধী হাসপাতালে পাঠিয়েছে এবং একটি মামলা রুজু করেছে। জানা গেছে, সানার দুই বোন যথাক্রমে দশম ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। বর্তমানে তাঁদের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের পিসি, যিনি পাশের অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন।
উল্লেখ্য, ৩ মে অনুষ্ঠিত নিট পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে বাতিল হওয়ার পর দেশজুড়ে একাধিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। পুলিশ সূত্রে দাবি, তেলেঙ্গানায় নিট পরীক্ষার্থী হিসেবে আত্মহত্যার ঘটনায় সানাই সম্ভবত প্রথম।
যদি আপনার বা পরিচিত কারও মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা, তীব্র মানসিক চাপ বা হতাশার লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে অবিলম্বে পরিবারের সদস্য, বন্ধু, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা জরুরি সহায়তা পরিষেবার সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি। সাহায্য পাওয়া যায় এবং সহায়তা কার্যকর হতে পারে।
এদিকে, নিট-ইউজি পুনঃপরীক্ষাকে ঘিরে দেশজুড়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। বিভিন্ন রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে উপস্থিত পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, ৩ মে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের পর তাঁদের মানসিকভাবে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তবে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে এবার সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলেও আশাবাদী তাঁরা।
রাজধানী দিল্লির এক পরীক্ষার্থী বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার কারণে আমার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়েছিল। তবুও আগের মতোই কঠোর পরিশ্রম করেছি।
আরেক পরীক্ষার্থী, যিনি প্রথমবার নিটে অংশ নিয়েছিলেন, বলেন, ৩ মে-র পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছিল। আমি ৬০০-র বেশি নম্বর পাওয়ার আশা করছিলাম। তাই এবার কিছুটা নার্ভাস লাগছে।
পাটনার ‘বাপু পরীক্ষা পরিষর’-এর বাইরে এক ছাত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা এত পরিশ্রম করে প্রস্তুতি নিই, কিন্তু প্রতিবারই কোনো না কোনো সমস্যা তৈরি হয়। অনেক শিক্ষার্থী হতাশা ও অবসাদের মধ্যে চলে গিয়েছে।
অন্য এক পরীক্ষার্থী বলেন, ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এবং পুরো প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের উদ্বেগ কাটবে না।
বিহারের নালন্দার একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা রঞ্জন কুমার বলেন, আমার কেন্দ্র আগেরবারের মতোই রয়েছে। এখানে পৌঁছাতে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এবার যেন কোনোভাবেই প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয়, নইলে আরও জটিল পরিস্থিতি তৈরি হবে।
গুজরাটের আহমেদাবাদের এম.জি. সায়েন্স ইনস্টিটিউটের বাইরে অপেক্ষারত এক পরীক্ষার্থী বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এবং পুনঃ পরীক্ষার ঘোষণা আমাদের জন্য হতাশাজনক ছিল। এখন আশা করছি পরীক্ষা ভালোভাবে সম্পন্ন হবে এবং ভবিষ্যতে আর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না।
তিনি আরও বলেন, আমাদের জন্য হোক বা আগামী প্রজন্মের পরীক্ষার্থীদের জন্য, আর কোনো প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা হওয়া উচিত নয়।
এক পরীক্ষার্থীর মা জানান, তাঁর মেয়ে ছোটবেলা থেকেই চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে এসেছে। তিনি বলেন, ৩ মে-র পরীক্ষার জন্য ও খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু পুনঃপরীক্ষার কারণে এবার সে ভীষণ হতাশ। আশা করছি সবকিছু ঠিকঠাক হবে।
অন্যদিকে জম্মুর এক পরীক্ষার্থী তুলনামূলক ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে বলেন, নিজেকে প্রমাণ করার আরেকটি সুযোগ পেয়েছি।
তবে তিনি স্বীকার করেন, আবার আগের রুটিনে ফিরে গিয়ে নতুন করে প্রস্তুতি নেওয়া সহজ নয়। এর জন্য সময় এবং মানসিক শক্তি প্রয়োজন।
নিট-ইউজি পুনঃপরীক্ষাকে ঘিরে দেশজুড়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবার এখন একটাই প্রত্যাশা করছেন, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং বিতর্কমুক্ত পরীক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটুক।

কড়া নিরাপত্তায় রাজ্যে নিট-ইউজি

● প্রথম পাতার পর
সঠিকভাবে কাজ করছে এবং জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (এনটিএ)-এর প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।”
সরকারি সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যজুড়ে প্রায় ৪,৫০০ পরীক্ষার্থী এই পুনঃ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন। পরীক্ষা নির্বিঘ্নে পরিচালনার লক্ষ্যে জেলা শাসক ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-এর ১৬৩ ধারায় বিশেষ নির্দেশ জারি করেন। নির্দেশ অনুযায়ী, পরীক্ষাকেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে শুধুমাত্র বৈধ অ্যাডমিট কার্ডধারী পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, পরীক্ষক এবং অনুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ওই এলাকায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়াও নিরাপত্তার স্বার্থে পরীক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া অন্য কাউকে লাঠি বা অনুরূপ কোনো অস্ত্র বহনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।
নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, “পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সব কেন্দ্রে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ), ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) এবং ত্রিপুরা পুলিশের সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন রয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।” প্রশাসনের দাবি, কড়া নিরাপত্তা ও সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার ফলে রাজ্যের সব পরীক্ষাকেন্দ্রেই নিট (ইউজি) ২০২৬-এর পুনঃপরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

াঙ্গন

যথোপযুক্ত মর্যাদায় রাজ্যজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।।''সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ''এই বিশেষ ভাবধারাকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে যথোপযুক্ত মর্যাদায় পালিত হলো দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং রাজ্য আয়ুষ মিশনের যৌথ উদ্যোগে সমগ্র ত্রিপুরায় এই দিবসটি উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, আজ রবিবার রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের প্রদর্শনী হলে। সকাল ৭টায় সমবেত যোগাসনের মাধ্যমে এই বিশেষ কর্মসূচির সূচনা ঘটে, যেখানে প্রায় দুই হাজার উৎসাহী মানুষ অংশ নেন। শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানসিক শান্তি এবং সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন আকর্ষণীয় যোগ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।হাপানিয়ার এই রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। এছাড়াও বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকর, ক্রীড়া সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী এবং ক্রীড়া অধিকর্তা এল ডার্লং। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বিধায়িকা মীনা রাণী সরকার। রাজ্যস্তরের এই মূল কর্মসূচির পাশাপাশি এদিন রাজ্যের ৪৪টি ব্লক, ১৬টি মহকুমা এবং ৮টি জেলা সদরেও অত্যন্ত সফলভাবে যোগাসন ও যোগ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে সিপাহিজলা জেলা স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়েছে চড়িলামের ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সকাল ৭টায় শুরু হওয়া এই জেলাস্তরের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহিজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জেলাশাসক ড় সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন খেলা ভৌমিক। জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সমীর দেববর্মা জানান, জেলা স্তরের এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

রোহনের হ্যাটট্রিক পান্তৌয়কে বড় ব্যবধানে হারালো এডিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।।পান্তৌয় সোসাইটিকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করলো এডিসি। গোলের মালা। পড়লো পান্থাই। শক্তিশালী টি টি এ এ ডি সি - র বিরুদ্ধে। আসরের তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করলেন রোহন দেববর্মা। একা রোহনের কাছে নাকাল হতে হয়েছে রবিবার পান্থই দলকে। রাজ্য ফুটবল সংস্থায় আয়োজিত লংতরাই তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। এদিন বিকেলে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। ম্যাচের শুরু থেকেই বিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন টি টি এ এ ডি সি - র ফুটবলাররা। দলকে আক্রমণে নেতৃত্ব দেন রোহন দেববর্মা। শুরু থেকেই রোহন বিপক্ষের রক্ষণভাগ করে দেন। ম্যাচের ১৫, ২১, ৪০, ৫১ এবং ৬৪ মিনিটে পরপর পাঁচটি গোল করেন রোহন। ৬৯ এবং ৮১ মিনিটে পুইতো দেববর্মা, ৮৫ মিনিটে জাকারিয়া মলশুম এবং ৮৭ মিনিটে দীপক রিয়াং গোল করেন। পান্থই দলের পক্ষে সান্তনার গোলটি করেন সানাই জমাতিয়া। খেলা পরিচালনা করেন সত্যজিৎ দেব রায়।

রাজ্যে জেলাভিত্তিক বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতার নির্ঘণ্ট ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ত্রিপুরা বডিবিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী জুলাই মাস থেকে শুরু হতে যাচ্ছে রাজ্যজুড়ে জেলাভিত্তিক বডিবিল্ডিং ও ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ। রবিবার, বেলা বারোটায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেন সংস্থার সভাপতি তনয় দাস। এই সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপদেষ্টা সরযূ চক্রবর্তী, সম্পাদক শাঙ্কি সাহা সহ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ জুলাই আগরতলায় পশ্চিম জেলা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই আসরের সূচনা হবে। এরপর ২৫ জুলাই মেলাঘরে সিপাহীজলা জেলা, ২৬ জুলাই তেলিয়ামুড়ায় খোয়াই জেলা, ৫ আগস্ট উদয়পুরে গোমতী জেলা, ৮ আগস্ট কৈলাশহরে ঊনকোটি জেলা, ৯ আগস্ট ধর্মনগরে উত্তর জেলা এবং সবশেষে ২২ আগস্ট আমবাসায় ধলাই জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ জেলা এখনও অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত বা অনুমোদিত না হওয়ায় সেখানে এবার আলাদা করে কোনও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে দক্ষিণ জেলা সহ অন্যান্য জায়গার বডিবিল্ডারদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ থাকছে। আগামী ২২ আগস্ট ধলাই জেলার আমবাসায় যে প্রতিযোগিতাটি হবে, সেটি একটি ''স্টেট ওপেন মিট'' বা রাজ্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা হিসেবে গণ্য হবে, যেখানে দক্ষিণ জেলার খেলোয়াড়রাও অংশ নিতে পারবেন। ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স ফেডারেশনের অনুমোদিত এই রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস আরও জানান, এই জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতাগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর, আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে জমকালো রাজ্য স্তরের বডিবিল্ডিং ও ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শরীরচর্চাবিদদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট : সুখময় স্কুলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল (বালকদের) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে শেষ চারের টিকিট পাকা করল নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন। আজ, রবিবার আগরতলার টি আই টি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে সুখময় দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলকে ৩৩ রানে পরাজিত করে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। আগামী ২৩ জুন প্রথম সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বড়দোয়ালি দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে দারুণ পারফর্ম করেন দ্বীপ জয়গুরু বিশ্বাস এবং দ্বীপ দে। দ্বীপ জয়গুরু মাত্র ২৮ বলে ৩টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ৩৪ রান করেন। অন্যদিকে দ্বীপ দে ৩১ বলে খেলেন ৩৩ রানের একটি কার্যকরী ইনিংস। সুখময় দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের পক্ষে বল হাতে ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন অংকুর রায় ভৌমিক এবং ৩ ওভারে ১৩ রান খরচ করে ১টি উইকেট পান ধ্রুব রায়।১২৭ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৯৩ রানেই থমকে যায় সুখময় দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের ইনিংস। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৫১ বলে ৪৫ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন অংকুর রায় ভৌমিক, যার মধ্যে ছিল ৩টি চার ও ১টি ছক্কা। তবে নেতাজির আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের সামনে বাকি ব্যাটাররা সুবিধা করতে পারেননি। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের হয়ে বল হাতেও ম্যাজিক দেখান দ্বীপ জয়গুরু বিশ্বাস। ৪ ওভারে মাত্র ১০ রান দিয়ে তিনি তুলে নেন ২টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ) নির্বাচিত হন দ্বীপ জয়গুরু বিশ্বাস।

আপনাঘর বৃদ্ধাশ্রমে যোগা দিবস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের এবারের ভাবনা বা থিম ছিল ''সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগা''। এই থিমের মূল লক্ষ্য হলো বয়সের সাথে সাথে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখা, বয়সজনিত সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করা এবং প্রবীণদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে নিয়মিত যোগাসনের ভূমিকা তুলে ধরা। ত্রিপুরা যোগা এসোসিয়েশন এই থিমকে সামনে রেখে পাঁচদিন ধরে আপনাঘর বৃদ্ধাশ্রমে এক যোগ শিবির করে। রবিবার সকালে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, রাজ্য যোগা সংস্থার সচিব দিব্যেন্দু দত্ত, যোগা গুরু যীশু চক্রবর্তী, আপনাঘরের কর্ণধার দিলীপ পাল ও অতনু দত্ত সহ আবাসিক মায়েরা, যোগা সংস্থার কোচ ও কর্মকর্তারা। বক্তব্যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আপনাঘরের আবাসিক মেয়েদের সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত যোগাসন করার পরামর্শ দেন।

মধুবন স্কুলকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।।ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল (বালকদের) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শেষ চারে পৌঁছে গেল বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন। গত ২১ জুন, আগরতলার টি আই টি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের চতুর্থ তথা অন্তিম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মধুবন (ডুকলি) দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে তারা সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করে। আগামী ২৩ জুন দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ডঃ বি আর আম্বেদকর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মুখোমুখি হবে নজরুল বিদ্যাভবন।এদিন দুপুরে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবনের মারাত্মক বোলিং আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণ ধসে পড়ে মধুবন (ডুকলি) স্কুলের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ৯.৩ ওভারে মাত্র ২৫ রানেই অল-আউট হয়ে যায় তারা। দলের পক্ষে জয় দেব (১৬ বলে ১০) ছাড়া আর কোনো ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি। নজরুল বিদ্যাভবনের হয়ে বল হাতে একাই আগুন ঝরান সাগর সূত্রধর। তিনি মাত্র ২.৩ ওভার বল করে কোনো মেডেন ছাড়াই মাত্র ৬ রান খরচ করে তুলে নেন ৫টি উইকেট। তাকে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে আকাশ দেবনাথ ৪ ওভারে ২টি মেডেনসহ মাত্র ৯ রান দিয়ে নেন ৩টি উইকেট এবং তানিষ্ক চক্রবর্তী পান ১টি উইকেট।২৬ রানের সহজ জয়ের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন মাত্র ৩.৫ ওভারে ১টি উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় (২৬/১)। দলের পক্ষে রণদীপ দাস ১৩ বলে ৩টি চারের সাহায্যে ১৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। মধুবন স্কুলের পক্ষে একমাত্র উইকেটটি পান জয় দেব। বল হাতে মাত্র ৬ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সাগর সূত্রধর ম্যাচ সেরা (প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ) নির্বাচিত হন।

আগরতলা ক্লাব রিসোর্টে জমকালো আয়োজনে শুরু হলো "চিকেন ফেস্টিভ্যাল"

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আগরতলা ক্লাব রিসোর্টের উদ্যোগে আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো বহুল প্রতীক্ষিত ''চিকেন ফেস্টিভ্যাল ৪.০''। কলেজ টিলাস্থিত এমবিবি কলেজ রোডের ক্লাব রিসোর্ট প্রাঙ্গণে আজ দুপুর ১টায় এক বর্ণাঢ্য ও জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা ঘটে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আন্তরিক আমন্ত্রণে সংবাদমাধ্যমের বহু প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাংবাদিকরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি করেন। ক্রীড়া সংগঠক সুজিত রায় এবং পৃষ্ঠপোষক কার্তিক ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের ডিরেক্টর প্রাণগোপাল সাহা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে জানান যে, প্রতি বছরের মতো এবারও ভোজনরসিকদের জন্য এক অনন্য ও স্মরণীয় রন্ধনশৈলীর অভিজ্ঞতা উপহার দিতেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ২০শে জুন থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ অফার ও উৎসব আগামী ১২ই জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে।এবারের উৎসবের মূল আকর্ষণ হলো ১০০টিরও বেশি বৈচিত্র্যময় ও সুস্বাদু চিকেনের পদের সমাহার এবং লাইভ কুকিং ডেমোন্সেশন। এই উৎসবের স্বাদকে আরও অতুলনীয় করে তুলতে উত্তরপ্রদেশ থেকে বিশেষভবে আমন্ত্রিত প্রধান শেফ মিস্টার শুভম তাঁর পুরো টিম নিয়ে হাজির হয়েছেন, যাঁরা তাঁদের রন্ধনশৈলীর জাদু দিয়ে আগরতলার খাদ্যপ্রেমীদের মন জয় করতে প্রস্তুত। সুস্বাদু ও জিভে জল আনা খাবারের পাশাপাশি উৎসব প্রাঙ্গণে প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিনোদনমূলক নানা আয়োজন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই উৎসব পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করার এবং নতুন নতুন স্বাদের মেলবন্ধনে মেতে ওঠার এক চমৎকার মাধ্যম হয়ে উঠবে।

সি-ডিভিশন ফুটবলে সবুজ সংঘকে ৬ গোলে হারিয়ে বড় জয় ইয়ুথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। সবুজ সংঘ কে বিধ্বস্ত করলো ইয়ুথ ক্লাব। একতরফা ম্যাচে হাফ ডজন গোলে জয় পেলো ইয়ুথ ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থার আয়োজিত লংতরাই তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রবিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। খেলার শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন উৎপল চৌধুরীর দলের ফুটবলাররা। সবুজ সংঘের ফুটবলাররা পাল্টা আক্রমণ করার চেষ্টা করলেও তেমন কিছু করতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধে দমের অভাবে বকতে থাকেন সবুজ সংঘের ফুটবলাররা। ওই সুযোগের পুরো ফায়দা তুলেন ইয়ুথ ক্লাবের ফুটবলাররা। এবং আক্রমণে ঝড় তুলতে থাকেন। প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে হয় ছয়টি গোল। ৬২ মিনিটে কুমার দেববর্মা প্রথম বিপক্ষের জাল নাড়িয়ে দেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি দলকে। ৭০ মিনিটে রাজর্ষি চাকমা, ৭৫ মিনিটে কুমার দেববর্মা, ৭৮ মিনিটে বিপুল জমাতিয়া, ৮৫ মিনিটে পরিতোষ দেববর্মা এবং ৮৭ মিনিটে বিকর্ণ জমাতিয়া শেষ গোলটি করেন। খেলা পরিচালনা করেন বিশ্বজিৎ দাস।

৯০ মিনিটে ১৫ সেভ! নিজের দেশকে ছেড়ে বেছে নেন কুরাসাওকে বিশ্বকাপে নজির গড়া গোলরক্ষক রুম নিজেই এখন 'বেঘর'

কাবো ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহার পর আলোচনার কেন্দ্রে কুরাসাওয়ের এলয় রুম। একাই আটকে দিলেন ইকুয়েডরকে। ৯০ মিনিটের ম্যাচে ১৫টি সেভ করে বিশ্বকাপ থেকে কুরাসাওকে প্রথম পয়েন্ট এনে দিলেন।

প্রথম ম্যাচে জার্মানির কাছে ৭ গোল খাওয়া কুরাসাওকে ফুটবলপ্রেমীদের অনেকেই গুরুত্ব দিতে চাননি। রবিবার রুম শুধু বিশ্বকাপের ইতিহাসে দেশকে প্রথম পয়েন্টই এনে দিলেন না, ফিরিয়ে আনলেন সম্মানও। সারাক্ষণ চাপে রেখেও তাঁকে পরাস্ত করতে পারলেন না ইকুয়েডরের ফুটবলারেরা। ৩৭ বছরের রুমের অনবদ্য পারফরম্যান্সের কাছেই মূল্যবান ২ পয়েন্ট হারাতে হল।

একপেশে ম্যাচে ৭৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখেছিলেন ইকুয়েডরের ফুটবলারেরা। গোল লক্ষ্য করে ২৭-২৮টি শট মারেন তাঁরা। ১৫টি ছিল পোস্টের মধ্যে। প্রতিটি শট আটকে দিয়েছেন ৩৭ বছরের রুম। যার শুরু ম্যাচের ৩ মিনিটে এনন ভ্যালেন্সিয়ার একক প্রচেষ্টা রুখে দিয়ে। তার পর থেকে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে প্রতিপক্ষের একের পর এক আক্রমণ প্রতিহত করেছেন।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে একটি ম্যাচে কোনও গোলরক্ষকের সবচেয়ে বেশি সেভ করার নজিরও গড়লেন কুরাসাওয়ের রুম। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ১৫টি সেভ করেছিলেন আমেরিকার গোলরক্ষক টিম হাওয়ার্ড। তবে সেই ম্যাচ অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত খেলা হয়েছিল। ৯০ মিনিটের মধ্যে রুমের ১৫টি সেভই সর্বোচ্চ। ৯০ মিনিট ধরলে আগে রেকর্ডটি ছিল পেরুর র্যামোন কুইরোগার দখলে। ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ১৩টি সেভ করেছিলেন তিনি।

বিশ্বকাপে দেড় লাখ দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছেন কুরাসাওয়ের ফুটবলারেরা। দেশের মান বাঁচিয়ে উচ্ছ্বসিত রুম বলেছেন, "এটা এমন একটা স্মৃতি, যা সারাজীবন মনে রাখব। গোলরক্ষক হিসাবে প্রায় নিঁখুত একটা ম্যাচ খেলতে পেরেছি। তবে একার কৃতিত্ব নয় এটা। গোটা দলের অর্জন এই সাফল্য।" বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বেও এই আত্মবিশ্বাস দেখা গিয়েছিল রুমের মধ্যে। জামাইকা ম্যাচে শেষ মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে পেনাল্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি রুম। রেফারিকে বলেছিলেন, "এটা পেনাল্টি হয় না। তবে আপনি পেনাল্টি দিলেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি আটকে দেব।" পরে 'ভার' —এর সিদ্ধান্তে জামাইকাকে দেওয়া পেনাল্টি বাতিল করেছিলেন রেফারি। বলা ভাল, রুমের আত্মবিশ্বাসই রেফারিকে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করেছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, সেই ম্যাচের ১ পয়েন্টই কুরাসাওয়ের বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করে।

রুমের পরিবার ফুটবলের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বাবা রেমকো বাইসেন্টিনি কুরাসাওয়ের ফুটবলের অন্যতম রূপকার হিসাবে পরিচিত। নিজের ছোট্ট দেশকে নিয়ে অসম্ভব গর্বিত রুম। ২০১৫ সালে কুরাসাওয়ের তৎকালীন কোচ প্যাট্রিক কুইভার্ট প্রথম তাঁকে জাতীয় দলে ডাকেন। তার পর থেকে তিনি কুরাসাও দলের নিয়মিত সদস্য। জন্মসূত্রে নেদারল্যান্ডসের অনূর্ধ-২০ দলের হয়েও খেলেছেন।

রুম বলেছেন, "আমিই প্রথম নাগরিকত্ব পরিবর্তন করে কুরাসাওয়ের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পরে আরও অনেকে এসেছে।" ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার রুম ছোটবেলায় বাবা-মার সঙ্গে প্রথম কুরাসাওয়ে এসেছিলেন। আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে এবং ছুটি কাটাতে জন্মভূমিতে গিয়েছিলেন বাইসেন্টিনি। তখনই কুরাসাওকে ভালবেসে ফেলেছিলেন রুম। এ নিয়ে তিনি বলেছেন, "ছোটবেলায় বাবা-মার সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসে কুরাসাওকে ভাল লেগে গিয়েছিল। দুর্দান্ত সব স্মৃতি নিয়ে নেদারল্যান্ডস ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু অসম্ভব সুন্দর দেশটাকে ভুলকে পারিনি। আমার বাবা-মার বাড়ি কুরাসাওয়ে। পরিবারের সকলে ওখানেই থাকেন। প্রথম বার কুরাসাওয়ে গিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম, এটাই আমার বাড়ি। নিজের দেশ। একটা আন্তরিক অনুভূতি তৈরি হয়। এখন তো গোটা বিশ্ব কুরাসাওয়ের কথা জানে।"

গত মরসুমে আমেরিকার মেজর লিগ সকারের দল মায়ামি এফসির হয়ে খেলেছেন রুম। প্রথম দলে অবশ্য নিয়মিত সুযোগ পাননি। গত ডিসেম্বরে শেষ ম্যাচ খেলেন ক্লাবের হয়ে। বিশ্বকাপে রেকর্ড গড়া গোলরক্ষকের এই মুহূর্তে কোনও ক্লাব নেই। রুম নিজেই এখন 'বেঘর'! রবিবারের পারফরম্যান্স হয়তো তাঁর পেশাদার ফুটবলজীবনকে নতুন করে আলোকিত করবে।বিশ্বকাপের প্রিকোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ খেলতে পারেন রাফিনহা। আগামী বুধবার স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ এবং দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে পারবেন না। চোট খুব গুরুতর না হলেও ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। সপ্তাহ ১০ থেকে ১২ দিন লাগতে পারে অনুশীলন শুরু করতে। কোচ কার্লো আনচেলোত্তি রাফিনহাকে ধরেই এগোতে চাইছেন। কারণ পরিবর্ত ফুটবলার নেওয়ার সময়সীমা গত ১২ জুন শেষ হয়ে গিয়েছে। রাফিনহা চোটের জন্য ছিটকে গেলে তাঁর পরিবর্ত না-ও পাওয়া যেতে পারে।গত ১২ মাসে এই নিয়ে চার বার হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেলেন ব্রাজিলীয় ফুটবলার। গত মরসুমে ক্লাবের হয়ে ২৩টি ম্যাচ খেলতে পারেননি। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেমেও হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরেছিল রাফিনহার।

রাজার সামনে রাজার মতো খেলে সুইডেনকে হারাল নেদারল্যান্ডস, চাপে জাপান

নেদারল্যান্ডসের এই খেলাটা দেখতেই তো অভ্যস্ত সকলে। কমলা ঝড় উঠবে সবুজ মাঠে। পাস, পাস আর পাস। গতিময় ফুটবলে প্রতিপক্ষকে ফালাফালা করে ফেলা। কিন্তু আগের ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে এই খেলাটা কোথায় ছিল? তার ফলও মিলেছিল। পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছিল। সুইডেনের বিরুদ্ধে খোলস ছেড়ে বেরোল নেদারল্যান্ডস। সুইডেনও ভাবেনি, এ ভাবে শুরু থেকে আক্রমণ করবে নেদারল্যান্ডস। সুইডেনকে ৫-১ গোলে হারাল ডাচ ব্রিগেড। এই ফলের পর চাপ বাড়ল জাপানের উপর। টিউনিশিয়াকে হারাতেই হবে তাদের। নইলে পরের রাউন্ডে যেতে সমস্যা হতে পারে।ঘটনাচক্রে আগের ম্যাচে টিউনিশিয়াকে ৫ গোল দিয়েছিল সুইডেন। পাঁচ দিন পর সেই ৫ গোল তারাই খেল। খাওয়াটাই স্বাভাবিক। গোটা ম্যাচে তাদের রক্ষণ খুঁজে পাওয়া গেল না। লিন্ডেলফের মতো অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার থাকার পরেও বার বার রক্ষণে বিস্তর ফাঁক ধরা পড়ল। আর সেই ফাঁক দিয়ে বার বার ঢুকল নেদারল্যান্ডস।আগের ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে ক্রিসেন্সিয়ো সামারভিল গোল করার পরেও এই ম্যাচে তাঁকে শুরু থেকে খেলাননি কোচ রোনাল্ড কোমান। বদলে খেলান ব্রায়ান ব্রবিকে। বিশ্বকাপের অভিষেকেই ব্রবি বোঝালেন, কেন কোচ তাঁকে এত ভরসা করেছেন। দীর্ঘদেহী ব্রবি শারীরিক ক্ষমতায় ডিফেন্ডারদের বার বার পরাস্ত করলেন। তাঁকে সামলাতে হিমশিম খেতে হল সুইডেনের রক্ষণকে। পাশাপাশি দুর্দান্ত চোরা গতি তাঁর। খুব দ্রুত বলের কাছে পৌঁছোতে পারেন। আদর্শ বক্স স্ট্রাইকার। কোমান চাইছিলেন শুরুতেই গোল তুলে নিতে। ব্রবি সেটাই করে দেখালেন।৫ ও ১৭ মিনিটের মাথায় জোড়া গোল করে নেদারল্যান্ডসের কাজটা সহজ করে দেন ব্রবি। দু'টি গোলের ক্ষেত্রেই তিনি ঠিক সময় ঠিক জায়গায় ছিলেন। প্রিমিয়ার লিগে সান্ডারল্যান্ডে খেলা এই স্ট্রাইকার অভিষেকে হ্যাটট্রিকও করতে পারতেন। তাঁর খেলা মুগ্ধ করল। আপাতত নেদারল্যান্ডসের বাকি সব ম্যাচে প্রথম একাদশে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছেন ব্রবি।সুইডেন যে খুব খারাপ খেলেছে তা বলা যাবে না। বরং প্রথমার্ধের শেষ পাঁচ মিনিট ও দ্বিতীয়ার্ধে অন্তত ২০ মিনিট আধিপত্য দেখিয়েছে তারা। আরও এক বার নজর কাড়লেন ইয়াসিম আয়ারি। টিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছিলেন। এই ম্যাচেও করতে পারতেন। বার বার শট মারলেন। কিন্তু তেকাঠিতে রাখতে পারলেন না। যেগুলি রাখলেন, তা ভারব্রুগেনকে পরাস্ত করতে পারল না। নেদারল্যান্ডসের জয়ের নেপথ্য নায়ক ভারব্রুগেন। আটটি শট বাঁচিয়েছেন তিনি। বিরতির ঠিক আগে গয়কেরেসের তিনটি শট বাঁচান ভারব্রুগেন। বিরতির আগে সুইডেন গোল পেয়ে গেলে হয়তো দ্বিতীয়ার্ধে খেলাটা অন্য রকম হত।প্রথমার্ধে ব্রবি যে কাজটা করেছিলেন, দ্বিতীয়ার্ধে ঠিক সেটাই করলেন কডি গ্যাকপো। ৪৭ ও ৫৪ মিনিটে জোড়া গোল করলেন। ব্যস, খেলার ফয়সালা হয়ে গেল। গ্যাকপোর গোল দু'টির ক্ষেত্রেও সুইডেনের রক্ষণ ভেঙে পড়ল। এ রকম রক্ষণ নিয়ে পরের ম্যাচে জাপানের বিপক্ষে নামতে হবে সুইডেনকে। আরও একটি কঠিন লড়াই তাদের সামনে।ভারব্রুগেন গোলের সামনে যতটা ভাল খেললেন, ততটাই খারাপ দেখোল সুইডেনের গোলরক্ষক নর্ডফিল্ডকে। অন্তত দু'টি শট বাঁচানো উচিত ছিল তাঁর। গ্যাকপোর দ্বিতীয় গোল ও সামারভিলের গোলের ক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। টিউনিশিয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। নেদারল্যান্ডস পেরেছে। সেখানেই বেরিয়ে পড়েছে সুইডেনের রক্ষণের ফাঁক।কোমান আরও একটি পরিকল্পনা করেছিলেন এই ম্যাচে। টর্নেডোর পূর্বাভাস থাকায় হিউস্টনের স্টেডিয়ামের ছাদ ঢাকা ছিল। ফলে হাওয়ায় শট খেললে তা সুইং করার বা ডিপ হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। যে কারণে আয়ারির বেশির ভাগ শট বার উঁচিয়ে চলে গেল। কোমান তাঁরা ছেলেদের বলেছিলেন মাটিঘেঁষা শটে খেলতে। নেদারল্যান্ডসের পাঁচটি গোলই কিন্তু মাটিঘেঁষা শটে। বোঝা গেল, খেলা শুরুর আগেই আসল খেলা খেলে ফেলেছিলেন কোমান।নেদারল্যান্ডস যখন ৪-১ গোলে এগিয়ে তখন গ্যালারিতে দেখা গেল উইলিয়াম আলেকজান্ডারকে। নেদারল্যান্ডসের রাজা বসেছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সামনে। দলের খেলা স্বস্তি দেবে তাঁকে। রাজার সামনে রাজার মতো খেললেন ব্রবি, গ্যাকপোরা। হিউস্টনের সবুজ ঘাসে উঠল কমলা ঝড়।প্রথম ম্যাচে কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করে ড্র। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই বিশ্বকাপে ঝলমলিয়ে উঠল এশিয়ার সূর্য। রবিবার সকালে তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স জাপানের। দাপুটে ম্যাচ জিতে নকআউটের দৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে গেলেন দাইচি কামাডারা। বেশ ভালো ফুটবল খেলল তিউনিশিয়াও।

প্রসেনজিৎ সাহার পরিবারের পাশে সুদীপ রায় বর্মন, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

আগরতলা, ২১ জুন: গাঁজা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া মেলাঘরের কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রসেনজিৎ সাহার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিধায়ক। রবিবার মেলাঘরের ঠাকুরপাড়া এলাকায় প্রসেনজিৎ সাহার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে তাঁদের খোঁজখবর নেন সুদীপ রায় বর্মন। পাশাপাশি তিনি পরিবারকে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তোলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ রায় বর্মন অভিযোগ করেন, প্রসেনজিৎ সাহাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মামলায় জড়ানো হয়েছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইনের মাধ্যমে প্রশ্ন তোলার কারণেই তাঁকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রসেনজিৎ কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী নন, বরং একজন সমাজসচেতন ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক বিষয় নিয়ে কাজ করতেন। বিধায়ক আরও অভিযোগ করেন, ঘটনাটির সঙ্গে ষড়যন্ত্রের যোগ থাকতে পারে এবং পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রকৃত সত্য সামনে আসে।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে একটি গাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় প্রসেনজিৎ সাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তিনি বিচারাধীন অবস্থায় জেল হেফাজতে রয়েছেন। তবে গ্রেপ্তারের পর থেকেই প্রসেনজিৎ সাহা এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

এদিন সুদীপ রায় বর্মনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা , হাবিল মিয়া, দীপক চক্রবর্তী, লক্ষণ দাসসহ দলের অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা। তবে এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অটো ও ট্রিপারের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ ৬ জন আহত

উদয়পুর, ২১ জুন: গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার গর্জি এলাকায় জাতীয় সড়কে অটো ও ট্রিপার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের এক শিশুসহ ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া বিবেকানন্দ কলোনি এলাকার বাসিন্দা সুমন পাল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজস্ব অটোযোগে মাতাবাড়ি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিলেন। পথে উদয়পুরের গর্জি এলাকায় জাতীয় সড়কে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রিপার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে।

সংঘর্ষের তীব্রতায় অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা সকল যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন পূরবী সরকার (৪৮), ফটিক সরকার (৪৯), বাবুল পাল (৬০), শিপ্রা পাল (২৩), সুমন পাল (৩৬) এবং ৪ বছর বয়সি শিশু সুজয় পাল। আহতদের মধ্যে ফটিক সরকারের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ট্রিপার চালকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রক্তদান হচ্ছে জীবন রক্ষার এক মহান ব্রত: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন: রক্তের কোনও জাত, ধর্ম বা বর্ণ নেই। রক্ত আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমরা সবাই এক। স্বেচ্ছায় রক্তদানই হচ্ছে মানবতা রক্ষা করার অন্যতম প্রধান উপায়। আজ আগরতলা পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কমিউনিটি হলে আয়োজিত এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান হচ্ছে জীবন রক্ষার এক মহান ব্রত। এটি মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায় এবং মানুষের মধ্যে সেবার মানসিকতা জাগ্রত করে। তাই আরও বেশি করে মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় স্বেচ্ছা রক্তদান এক সামাজিক আন্দোলনের রূপ লাভ করেছে। তিনি বলেন, সংকটাপন্ন ও মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই ব্লাড ব্যাংকগুলিতে পর্যাপ্ত রক্তের মজুত নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি এবং তা কেবলমাত্র স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমেই সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস এই মন্ত্রকে পাথেয় করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের সার্বিক উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে এক ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই নূতন ত্রিপুরা গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, রক্তদান আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর চেয়ে বড় দান আর নেই। ত্রিপুরায় স্বেচ্ছা রক্তদান আজ এক সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অলক রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য, শ্যামল কুমার দেব প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবিরটি পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

নাগিছড়ায় একই রাতে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনা, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন: রাজধানীর শ্রীনগর থানাধীন নাগিছড়া কাঠিয়াবাবা আশ্রমপাড়া এলাকায় একই রাতে দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে সংঘটিত এই ঘটনায় নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী খোয়া গেছে বলে অভিযোগ।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এক সদস্য জানান, গভীর রাতে ঘুম ভেঙে তিনি ঘরের ভেতরে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে ডাক দিলে ওই ব্যক্তি দ্রুত ঘর থেকে পালিয়ে যায়। পরে দেখা যায়, ঘর থেকে প্রায় ২০ হাজার টাকা নগদ, প্রায় ৫ হাজার টাকার প্রসাধনী সামগ্রী এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি হয়েছে। তিনি আরও জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি মুখ ঢেকে রেখেছিল।

একই এলাকার অপর একটি বাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটে। ওই পরিবারের এক মহিলা জানান, রাতে সন্দেহজনক শব্দ শুনে ঘুম ভাঙলেও আতঙ্কের কারণে তিনি প্রথমে কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। পরে দেখতে পান একজন ব্যক্তি জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।পরবর্তীতে ঘর তল্লাশি করে স্বর্ণালংকারসহ বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী খোয়া যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন। রবিবার সকালে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এলাকা থেকে একজোড়া জুতা উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের একাংশের সন্দেহের ভিত্তিতে এলাকার এক শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও, চুরির ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়ে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

খবর পেয়ে শ্রীনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ চুরির অভিযোগ গ্রহণ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

একই এলাকায় একই রাতে পরপর দুটি চুরির ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তারা এলাকায় রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

রাবার চুরির অভিযোগে যুবক আটক, পুলিশের হস্তক্ষেপে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফা পূর্বপাড়া এলাকায় রাবার চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের হাতে আটক এক যুবককে পরে পুলিশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম সৌমিত্র রিয়াং। তাঁর বাড়ি অমরপুর মহকুমার পাহাড়পুর এলাকায়। অভিযোগ, রবিবার দুপুরে বগাফা রোড সংলগ্ন পূর্বপাড়া এলাকার একটি দোকান থেকে রাবার চুরি করে অন্যত্র বিক্রির চেষ্টা করছিলেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাবার বিক্রির সময় এক অটোচালকের সন্দেহ হলে বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে আসে। পরে তাঁকে আটক করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকজন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি অভিযুক্তকে মারধর করেন বলে অভিযোগ।

প্রবীণ জনজাতি নেতা প্রাক্তন বিধায়ক নিরাজয় ত্রিপুরার প্রয়াণ, শোক

আগরতলা, ২১ জুন: ত্রিপুরার প্রখ্যাত জনজাতি নেতা এবং সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ রাজনীতিবিদ তথা প্রাক্তন বিধায়ক নিরাজয় ত্রিপুরা আর নেই। শনিবার গভীর রাতে, ৯৯ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।

১৯২৮ সালের ১২ জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নিরাজয় ত্রিপুরা। দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে তিনি ত্রিপুরায় চলে আসেন। জীবনের শুরুতে চরম আর্থিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেও সমাজসেবা ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি।

১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তী কয়েক দশকে তিনি ত্রিপুরার অন্যতম বিশিষ্ট জনজাতি নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ভূমির অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রশ্নে তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠস্বর। রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি তৃণমূল স্তরে আন্দোলন সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২০০৮ এবং ২০১৩ সালে চাওমানু বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি ত্রিপুরা বিধানসভায় নির্বাচিত হন। সরল জীবনযাপন, সততা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ মনোভাবের জন্য তিনি রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর প্রয়াণের খবরে সিপিআই(এম) মহলসহ জনজাতি সমাজে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী শোকপ্রকাশ করে বলেন, "নিরাজয় ত্রিপুরা ছিলেন এই মাটির প্রকৃত সন্তান। সংগ্রাম এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত ছিল।"

প্রবীণ এই নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবিবার রাজ্যের সমস্ত সিপিআই(এম) কার্যালয়ে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

নিরাজয় ত্রিপুরার মৃত্যু ত্রিপুরার বামপন্থী রাজনীতি এবং জনজাতি আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান ঘটাল। আদিবাসী অধিকার রক্ষা, তৃণমূল গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং সমাজের অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিভিন্ন দাবিতে ২ জুলাই এসপিডি অফিসে গণডেপুটেশন দেবে ত্রিপুরা এসএসএ শিক্ষক সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন: বিভিন্ন দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়া নিয়ে আগামী ২ জুলাই দুপুর ১২টায় আগরতলাস্থিত এসপিডি অফিসে গণডেপুটেশন কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ত্রিপুরা এসএসএ শিক্ষক সমিতি। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে এ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয় এবং দাবিগুলির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

সংগঠনের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে টেট বাধ্যতামূলক সংক্রান্ত সমস্যার স্থায়ী ও ন্যায্য সমাধান, এসএসএ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের দায়ের করা সুপ্রিম কোর্টের মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার, ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এসএসএ শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত কার্যকর করা এবং প্রতি মাসের ১ তারিখে বেতন প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, টেট সংক্রান্ত বর্তমান জটিলতা শুধু এসএসএ শিক্ষকদের সমস্যা নয়, বরং রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের ফলে রাজ্যের প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার হাজার এসএসএ শিক্ষক রয়েছেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, অধিকাংশ এসএসএ শিক্ষক টেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তবে ২০০১ সালের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত বহু শিক্ষক বর্তমানে টেট পরীক্ষায় বসার জন্য প্রয়োজনীয় একাডেমিক ও পেশাগত যোগ্যতা না থাকায় আইনগতভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁদের অভিযোগ, শুধুমাত্র টেটকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে ধরে সমস্যার সমাধান খোঁজা হলে হাজার হাজার অভিজ্ঞ শিক্ষক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বেন এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, সরকারি নিয়োগ নীতি এবং বাস্তব পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে সরকারকে একটি মানবিক, বাস্তবসম্মত ও সর্বগ্রহণযোগ্য সমাধান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে ত্রিপুরা এসএসএ শিক্ষক সমিতি।

সংগঠনের মতে, এমন একটি সমাধান প্রয়োজন যাতে কোনো শিক্ষক অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

ডিওয়াইএফআই-এর বিভাগীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে উদয়পুরে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জুন: আসন্ন ২০তম উদয়পুর বিভাগীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে রবিবার উদয়পুরে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করল ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই) এবং ত্রিপুরা ট্রাইবাল ইয়ুথ ফেডারেশন (টিটিওয়াইএফ)। জামতলা থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। সেন্ট্রাল রোড, পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এবং নিউটাউন রোড হয়ে মিছিলটি পুনরায় জামতলায় এসে শেষ হয়। বিভিন্ন দাবিদাওয়া এবং সমসাময়িক নানা ইস্যুকে সামনে রেখে এই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসহায় যুবকের উন্নত চিকিৎসায় সহায়তার আশ্বাস প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের

আগরতলা, ২১ জুন: জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক অসহায় যুবকের পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। রবিবার তিনি হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ যুবকের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন।

জানা গেছে, অসুস্থ যুবকের নাম বিশ্বজিৎ রায়। তাঁর বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে। বর্তমানে তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় প্রতিমা ভৌমিক যুবকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজন হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেও সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মানবিক উদ্যোগে বিশ্বজিৎ রায়ের পরিবার ও আত্মীয়-পরিজনরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তাঁদের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিমা ভৌমিকের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন তারা। স্থানীয় মহলেও তাঁর এই মানবিক পদক্ষেপ প্রশংসিত হয়েছে।

রাজ্যব্যাপী যোগা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা , ২১ জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার রাজ্যজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যোগাভ্যাস কর্মসূচিতে অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ। সুস্থ ও সচেতন জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যোগচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন জায়গায় যোগা দিবসে অংশগ্রহন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল সহ রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী বিধায়কগণ।

আজ হাঁপানিয়ার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলে রাজ্যভিত্তিক ১২তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। বিশ্বের সামনে যোগা দিবসের তাৎপর্য প্রচারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনা, আদর্শ এবং ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। ২০১৪ সালে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালনের আহ্বান জানালে বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশই এর প্রতি সমর্থন জানায়। যার ফলে ২০১৫ সাল থেকে আজকের এই দিনে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন শুরু হয়। আজ হাঁপানিয়ার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলে রাজ্যভিত্তিক ১২তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন অনুষ্ঠানের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, ২১ জুন তারিখটিতে যোগা দিবস করারও একটি আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক গুরুত্বও রয়েছে। এই বছরের যোগা দিবসের মূল ভাবনা হলো বার্ধক্যে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যোগা। তিনি বলেন, যোগব্যায়াম ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে দেহে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে, পেশী নমনীয় হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, মানসিক চাপ কমে, ক্লান্তি ও অবসাদ হ্রাস পায় এবং কার্যক্ষমতা বাড়ে। নিজেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে যোগার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি যুব সমাজকে নিয়মিত যোগ চর্চা করার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, মুখ্য সচিব জে. কে. সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উমাকান্ত একাডেমির ১৯৭৬ ব্যাচের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলনী উৎসব, উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন: রাজধানীর হোটেল সোনারতরীতে রবিবার অনুষ্ঠিত হলো উমাকান্ত একাডেমির ১৯৭৬ সালের ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ণ মিলন উৎসব। দীর্ঘদিন পর এক ছাদের নিচে মিলিত হয়ে বিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেন প্রাক্তনীরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন এবং স্কুলজীবনের নানা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। বহু বছর পর সহপাঠীদের সঙ্গে সাক্ষাতে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী উমাকান্ত একাডেমির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য, শিক্ষার প্রসারে বিদ্যালয়টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সমাজ গঠনে প্রাক্তনীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল পাঠদানের কেন্দ্র নয়, বরং ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ গঠনের অন্যতম ভিত্তি। প্রাক্তনীদের এই ধরনের পুনর্মিলনী আগামী প্রজন্মের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। পুনর্মিলনী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মৃতিচারণ, সম্মাননা প্রদান এবং সৌহার্দ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দিনটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আবেগ ও স্মৃতির মেলবন্ধনে অনুষ্ঠিত এই পূর্ণ মিলন উৎসব প্রাক্তনীদের কাছে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে বলে মত প্রকাশ করেন অংশগ্রহণকারীরা।

নতুন দায়িত্বে দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস সভানেত্রী সম্পা দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ জুন: অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি) গত ২ জুন রাজ্যের আটটি জেলায় নতুন জেলা সভাপতি ও সভানেত্রীদের নিয়োগ করেছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী সম্পা দত্ত।

নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর রবিবার দুপুরে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রথম সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন তিনি। এ সময় জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্পা দত্ত বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বড় ধরনের আঘাত হেনেছে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে এই কলঙ্কজনক পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রের মোদি সরকার দায়ী। এই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উমাকান্ত একাডেমির ১৯৭৬ ব্যাচের প্রাক্তনীদের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২১ জুন: উমাকান্ত একাডেমির ১৯৭৬ সালের ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের শিক্ষাজীবনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক সহ অন্যান্য অতিথিরা। তাঁদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়। উদ্যোক্তারা জানান, ১৯৭৬ সালে উমাকান্ত একাডেমিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একত্রিত হয়ে এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রাক্তনীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তা পৌঁছে দিতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তাঁরা আরও জানান, ভবিষ্যতেও বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যালয়ের স্মৃতিচারণায় সবাই আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী হন।

রাজ্যের সব জেলায় শুরু হচ্ছে বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা, জানাল ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন

আগরতলা, ২১ জুন: ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী জুলাই মাস থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলায় প্রথমবারের মতো জেলা ভিত্তিক বডি বিল্ডিং ও ফিটনেস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এ উপলক্ষে রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার সভাপতি তনয় দাস জানান, আগামী ১৯ জুলাই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সমগ্র প্রতিযোগিতা পর্বের সমাপ্তি ঘটবে আগামী ২২ আগস্ট ধলাই জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে শারীরিক সুস্থতা, ফিটনেস এবং বডি বিল্ডিংয়ের প্রতি আরও উৎসাহিত করা। পাশাপাশি প্রতিভাবান বডি বিল্ডারদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়াও এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী সহ ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিক এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর যোগ ও ধ্যানের কর্মশালা

আগরতলা, ২১ জুন ।। "যোগ সারায় রোগ"। বহু প্রাচীন এই প্রবাদটি আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি হিসেবে সেই আদিকাল থেকে যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। আসলে যোগ হল ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বিশেষ ধরনের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা। যোগচর্চার মাধ্যমে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এমন অনেক পুরনো রোগ রয়েছে যা একমাত্র যোগ-এর মাধ্যমেই নিরাময় সম্ভব। কারণ যোগ হল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি যোগসূত্র। মনের প্রশান্তি ও উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য যোগ খুবই অপরিহার্য। আর এই চরম সত্যিকে উপলব্ধি করেই ২১ জুন সারা বিশ্বব্যাপী যোগা দিবস হিসেবে পালিত হয়। দিনটিকে বিশেষ উপযোগী করে তুলতে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিভিন্ন দেশে যোগ শিবির এর আয়োজন করা হয়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এমন এক প্রতিষ্ঠান যে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। তাই সমাজের কাছে অঙ্গীকার হিসেবে ও নাগরিকদের সুস্থ জীবনযাপনে উৎসাহ দিতে এই সংস্থাও ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস পালন করে। এই উপলক্ষে আগরতলায় ও স্বর্ণগ্রামে যোগ ও ধ্যানের ওপর কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যেখানে যোগা গুরু হিসেবে সকলকে দিশা দেখান যোগা গুরু রূপন পাল ও নিরঞ্জন ভট্টাচার্য।

এদিন সকাল সাড়ে ৭ টায় সান্ধ্যনীড় ও ৯:৩০ এ আপনাঘর মা-দের আবাসস্থলে এই কর্মশালার আসর বসে। যোগা গুরু রূপন পাল মা-দের শারীরিক ভাবে সুস্থ রাখার বিষয়ে নানা পরামর্শ দেন। যোগা, প্রাণায়াম ও ধ্যানের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস এর উদযাপন করা হয়। কর্মশালার শেষে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পক্ষ্য থেকে মা-দের হাতে ফল ও নানান প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তুলে দেওয়া হয়। সব শেষে ছিলো মা-দের সাথে এক সাথে জলখাবার এর ব্যবস্থা।

বিকেল ৩ টায় স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়ের শতাধিক আবাসিকদের নিয়েও একই রকমের কর্মশালার আসর বসে। খুদে শিক্ষার্থীরা যোগা গুরু নিরঞ্জন ভট্টাচার্য-র তত্ত্বাবধানে সারা বছর যোগ চর্চা করে। শিশুরা অনুষ্ঠানের শুরুতে এক সুন্দর যোগাসনের প্রদর্শনী করে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও আনন্দ চোখে পরার মতো ছিলো।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর রূপক সাহা জানান, " এই কর্মশালা কোনো একদিনের অনুষ্ঠান নয়। এটি আসলে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আজকের সকালবেলার মা-দের আবাস স্থলের কর্মশালায় এমন অনেকে যোগ দিয়েছেন যাঁরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে খুবই অসুস্থ। কেউ কেউ হয়তো প্রচন্ড ব্যথা বেদনায় ভুগছেন। তাদের জন্য কর্মশালার পর থেরাপির আয়োজন করা হয়। জীবনের সায়াহ্নে পৌছে যাওয়া মা-দের জন্য এই প্রয়াস খুব জরুরি। একই রকম ভাবে খুদে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও যোগা নিয়ে উৎসাহ তৈরি করা প্রয়োজন। আসলে যোগ শুধু দেহের স্বাস্থ্য রক্ষাই করে না, মন, মস্তিষ্ক এবং আত্মারও ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। এ কারণে শারীরিক সমস্যা ছাড়াও যোগের মাধ্যমে মানসিক অসুস্থতাও কাটিয়ে ওঠা যায়।"

সকল বয়সী উৎসাহিদের নিয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর এই প্রয়াস আনন্দদায়ক পরিবেশে সার্থক ভাবে উদযাপিত হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas